This project was conducted by BRAC James P Grant School of Public Health, BRAC University

এই প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

CGSRHR

BRAC JAMES P GRANT SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

BRAC UNIVERSITY Inspiring Excellence

Supported by | অর্থায়নে

IDRC | CRDI

International Development Research Centre

Centre de recherches pour le développement international

International Development Research Centre (IDRC) funds research in developing countries to create lasting change on a large scale. This work was carried out with the aid of a grant from the IDRC, Ottawa, Canada. The views expressed herein do not necessarily represent those of IDRC or its Board of Governors.

ইন্টারন্যাশনাল ডেভলেপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (আইডিআরসি) উন্নয়নশীল দেশসমূহে বৃহৎ পরিসরে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণায় অর্থায়ন করছে। এই কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে আইডিআরসি, অটোয়া, কানাডার আর্থিক সহযোগিতায়। এখানে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ আইডিআরসি বা এর গভার্নিং বোর্ড মেম্বারদের দৃষ্টিভঙ্গিকে ধারণ করে না।

For more information visit (আরও জানতে):

www.childmarriageinurbanslum.com

LIVES OF ADOLESCENT GIRLS IN URBAN SLUMS | নগরবস্তিতে কিশোরী জীবন

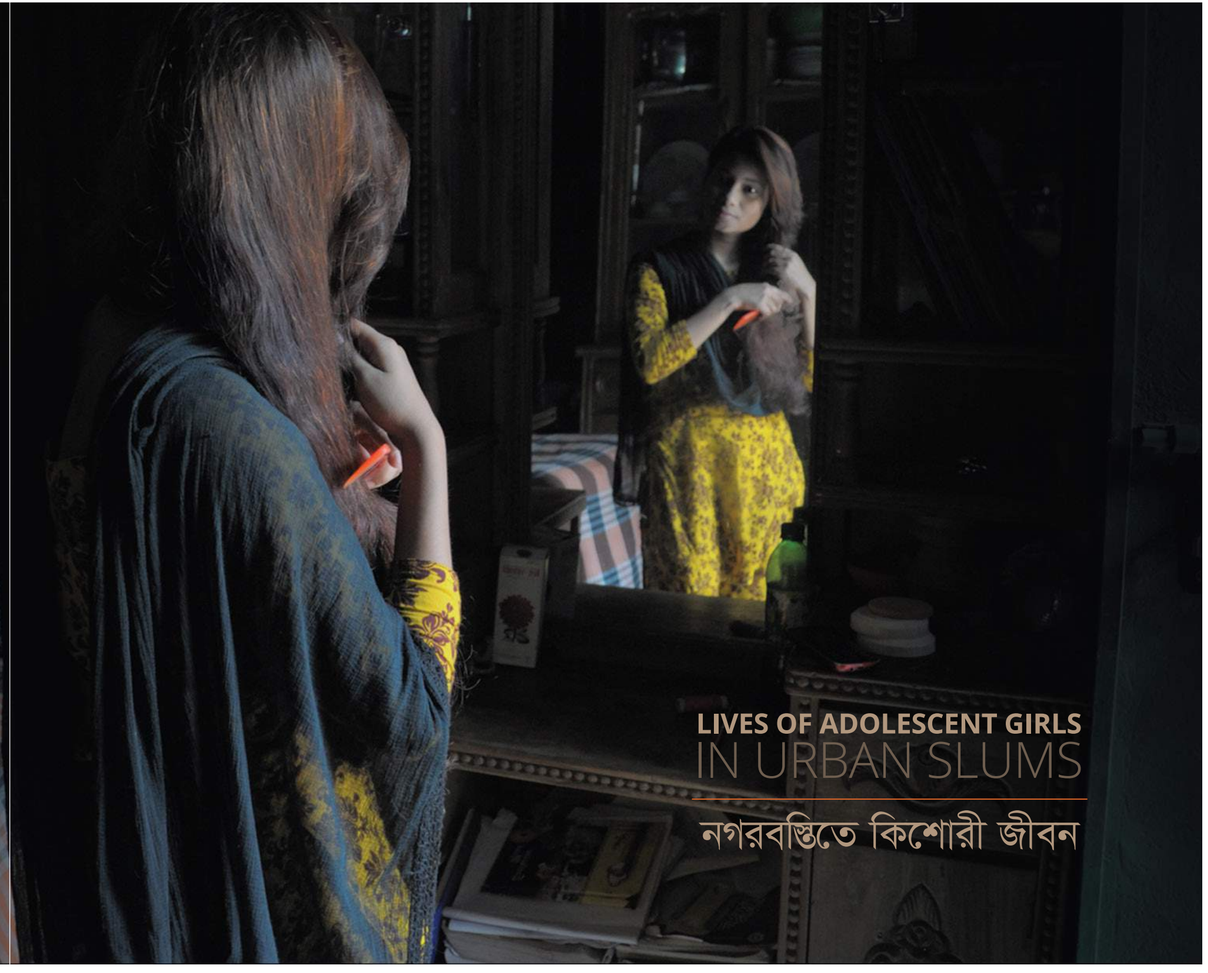

LIVES OF ADOLESCENT GIRLS IN URBAN SLUMS

নগরবস্তিতে কিশোরী জীবন

LIVES OF ADOLESCENT GIRLS IN URBAN SLUMS

নগরবস্তিতে কিশোরী জীবন

Published by

BRAC James P Grant School of Public Health
BRAC University (BRAC JPGSPH)
5th floor, icddr,b Building
68 Shahid Tajuddin Ahmed Sharani
Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh

Published September 2019 | BRAC JPGSPH©

ISBN 978-984-34-3788-4

Written by

Seama Mowri | Sairana Ahsan

Bangla Translation by

Subas Biswas | Rafia Sultana

Photography by

Momo Mustafa

Design

Tanvir Hassan

Print

Progressive 3P Printers

cKvkK

ব্র্যাক জেমস্ পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ (ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ)
৫ম তলা, আইসিডিডিআর,বি ভবন
৬৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী
মহাখালি, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ ©

আইএসবিএন নং ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৩৭৮৮-৪

iPbv

সিয়ামা মৌরি | সায়রানা আহসান

evsjv Abev`

সুবাস বিশ্বাস | রাফিয়া সুলতানা

w¯iwPÎ

মম মোস্তফা

wWRvBb

তানভীর হাসান

g`Y

প্রগ্রেসিভ ৩পি প্রিন্টার্স

Dedicated to all the adolescent girls and young women who shared their narratives with us.

†h mKj wK‡kvix †g‡q I Aíeq¯‹ bvix Avgv‡`i mv‡_ Zv‡`i Rxeb-Kwnbx eYbv K‡i‡Q, Zv‡`i cwZ GB eB DrmMxKZ|

Names have been changed for anonymity.
Pictures have been used with the consent of respondents, but do not represent the actual individuals.

পরিচয় গোপন করার স্বার্থে বইয়ে ব্যবহৃত নামগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে।
উত্তরদাতার সম্মতি নিয়ে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে যে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রকৃত কাহিনী বর্ণনাকারীর ছবি নয়।

Acknowledgement

We would like to acknowledge Raia Azmi, Md. Mamunur Rashid, and Julie Evans for their contribution on the research; Sambrene Dia Alam for the initial language edits, and especially Sabina Faiz Rashid, the Dean and Principal Investigator (PI) of the research, for providing critical input and feedback.

In addition, we would like to thank Navsharan Singh, Senior Programme Specialist, Governance and Justice, International Development Research Centre (IDRC), Asia Regional Office and IDRC for their generous support.

KZÁZv ¯‹Kvi

আমাদের গবেষণা দলের অংশ হিসেবে রাইয়া আজমি, মোঃ মামুনুর রশিদ এবং জুলি ইভান্স এর অবদান এবং প্রাথমিক সম্পাদনার জন্য সাম্ব্রিন দিয়া আলমকে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা সাবিনা ফায়েজ রশিদ, ডীন এবং গবেষণা প্রকল্পের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর, এর কাছে, প্রতিটি সেকশণ লেখার ক্ষেত্রে তাঁর মুখ্য অবদান রাখার জন্য।

এছাড়াও, আমরা নাভশারান সিং, সিনিয়র প্রোগ্রাম বিশেষজ্ঞ, গভর্নেন্স অ্যান্ড জাস্টিস, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (আইডিআরসি), এশিয়া আঞ্চলিক অফিস এবং আইডিআরসি কে তাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

Researchers

Seama Mowri is a Senior Project Coordinator at the Center for Excellence of Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights (CGSRHR), BRAC JPGSPH. She currently coordinates a three-year research project, funded by IDRC Canada on 'Understanding the Nature of Early and Child Marriage in Poor Urban Settlements of Bangladesh'. Her research interests lie in areas of gender, sexuality, sexual and reproductive health and rights (SRHR), masculinity, and economic development.

Sairana Ahsan is a Research Fellow at the Center for Excellence of Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights, BRAC JPGSPH. She is working on a three-year research project, funded by IDRC Canada on 'Understanding the Nature of Early and Child Marriage in Poor Urban Settlements of Bangladesh'. She focuses on qualitative research and her areas of interests involve sexual and reproductive health and rights, gender, sexuality, and adolescent health.

M‡elKe›`

wmqvgv †gŠwi ব্র্যাক জেমস্ পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর সেন্টার ফর এক্সেলেন্স অব জেন্ডার, সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ এন্ড রাইটস্-এর একজন সিনিয়র প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর। তিনি বর্তমানে কানাডার IDRC কর্তৃক অনুদানকৃত একটি তিন বছরব্যাপি গবেষণা প্রকল্প - 'Understanding the Nature of Early and Child Marriage in Poor Urban Settlements of Bangladesh' (বাংলাদেশের নগর বস্তিতে বাল্যবিবাহের অবস্থা অনুসন্ধান) এর সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন। তার গবেষণার আগ্রহের বিষয় হলো - জেন্ডার, যৌনতা (sexuality), যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (SRHR), পৌরুষ (masculinity) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

mvqivbv Avnmvb ব্র্যাক জেমস্ পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর সেন্টার ফর এক্সেলেন্স অব জেন্ডার, সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ এন্ড রাইটস্-এর একজন রিসার্চ ফেলো। বর্তমানে তিনি কানাডার IDRC কর্তৃক অনুদানকৃত একটি তিন বছর ব্যাপি গবেষণা প্রকল্পে - 'Understanding the Nature of Early and Child Marriage in Poor Urban Settlements of Bangladesh' (বাংলাদেশের নগর বস্তিতে বাল্যবিবাহের অবস্থা অনুসন্ধান) কাজ করছেন। গুনগত গবেষণায় তার আগ্রহের জায়গা মূলত - জেন্ডার, যৌনতা (sexuality), যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (SRHR), এবং কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য।

The broader research team also includes Sabina Faiz Rashid (PI), Julie Evans, Subas Biswas, Raia Azmi, Md. Mamunur Rashid, and Rafia Sultana.

বৃহত্তর গবেষণাটিতে আরো আছেন সাবিনা ফায়েজ রশিদ (পিআই), জুলি ইভান্স, সুবাস বিশ্বাস, রাইয়া আজমি, মোঃ মামুনুর রশিদ, এবং রাফিয়া সুলতানা।

Content

1 Note from the Dean

4 Preface

7 Methodology & Ethical Considerations

11 Introduction

17 Background

32 Adolescent Girls' Narratives

34 Dynamics of Child Marriage
- Absence of Family Support
- Crime and Harassment
- Choosing Own Partners
- Emotional Blackmail
- Moral Policing by Community

90 Opportunities and Challenges of Delaying Marriage
- Pursuing Education and Work Opportunities
- Choosing Independent Earnings over Marriage
- No Choice but to Delay Marriage
- Stigma of Delaying Marriage
- Pressure of being a Rice-winner and Delaying Marriage

130 Changing Aspirations and Negotiating Agency
- Aspirations to Study and Work Despite Child Marriage
- Aspirations for Marriage
- Choosing to Delay Pregnancy
- Choosing to be an Electrical Engineer
- Free from Abuse

157 Conclusion

mPxcÎ

1 Wxb g‡nv`‡qi ewYx

4 gLeÜ

10 M‡elYv c×wZ I ‰bwZK we‡eP¨ welq

11 fwgKv

20 cUfwg

32 wK‡kvi‡`i Rxeb-Kwnbx

৩৪ বাল্যবিবাহের নানামুখী প্রেক্ষাপট
- পারিবারিক সহযোগিতার অভাব
- অপরাধ ও হয়রানি
- নিজের পছন্দসই সঙ্গী নির্বাচন
- ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল
- পারিপার্শ্বিক লোকজনের খবরদারি

৯০ দেরিতে বিয়ের সুবিধা ও বাঁধাসমূহ
- শিক্ষাগ্রহণ এবং কর্মক্ষেত্রে কাজের সুযোগ
- বিয়ের চাইতে নিজের স্বাধীন উপার্জনকে প্রধান্য দেয়া
- ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করতে দেরি হওয়া
- দেরিতে বিয়ে হওয়া সম্পর্কিত সামাজিক স্টিগমা
- পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্বপালনের চাপ এবং বিয়েতে দেরি হওয়া

১৩০ পরিবর্তনশীল আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা
- বাল্যবিবাহ সত্ত্বেও শিক্ষাগ্রহণ ও কাজ করার আকাঙ্ক্ষা
- বিয়ের আকাঙ্ক্ষা
- দেরিতে গর্ভধারণের সিদ্ধান্ত
- ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বাধীনতা
- নিপীড়ন হতে মুক্তি

157 Dcmsnvi

Note from the Dean

I am excited to share our photo-narrative publication that attempts to provide an insight on the lives of adolescent girls in urban slums. This work is based on three years of quantitative and qualitative research in Dhaka and Chattogram. The research finds that for many of the young adolescent girls there are changing aspirations and opportunities as well as pressures of managing social expectations and reproducing gender norms in these environments.

We hope the narratives provide an understanding of the harsh realities of everyday life, choices and experiences of adolescent girls, most of whom marry early and a few who delayed their marriages due to a range of complex structural and social factors, and that it gives recognition to their tenacity and determination in confronting the challenges faced. We also hope that the book will be useful for a wide range of stakeholders, including practitioners, policymakers, researchers and development partners, and those who remain committed to realizing the rights of vulnerable adolescent girls in the country.

In conclusion, we would like to thank IDRC Canada for their generous support for this research project.

Sabina Faiz Rashid, Dean & Professor

BRAC James P Grant School of Public Health (BRAC JPGSPH)
BRAC University, Dhaka, Bangladesh

Wvb g‡nv`‡qi evYx

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমাদের ফটো-ন্যারেটিভ বইটি আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি। এই বইটিতে নগরের বস্তি এলাকায় বসবাসরত কিশোরী মেয়েদের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আমাদের এই কাজটি মূলত ঢাকা এবং চট্টগ্রামে তিন বছর যাবৎ চলাকালীন গুনগত এবং পরিমাণগত গবেষণা প্রকল্পের অংশবিশেষ। গবেষণায় দেখা গেছে, নগর বস্তিতে বসবাসরত কিশোরীদের মাঝে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা এবং সুযোগ সুবিধার পরিবর্তন এসেছে। একইসাথে যেভাবে তারা সামাজিক প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবনযাপন করার চাপ সামলাচ্ছে, এবং পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশের আলোকে জেন্ডার নর্মকে আবার পুনর্জীবিত করছে - তার মাঝেও পরিবর্তন লক্ষণীয়।

আমরা আশা করছি যে, এই কিশোরীদের জীবনের এই গল্প ও কঠিন বাস্তবতা, তাদের পছন্দ এবং অভিজ্ঞতাকে সামনে নিয়ে আসবে। এই সকল কিশোরীদের বেশিরভাগেরই অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে গেছে এবং তাদের মাঝে অল্পসংখ্যক আছে যারা নানামুখী জটিল কাঠামোগত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দেরীতে বিয়ে করেছে। এগুলোই মূলত নগর বস্তিতে বসবাসরত কিশোরীদের নানামুখী সামাজিক চাপ এবং চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে তাদের জেদ, সংকল্প এবং দৃঢ়তার নির্দেশক। আমরা আরও আশা করছি যে, আমাদের এই বইটি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, যেমন - প্র্যাক্টিশনার, নীতিনির্ধারক, গবেষক এবং উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত পার্টনার, এবং বাংলাদেশের প্রান্তিক কিশোরীদের অধিকার নিয়ে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ এমন মানুষজনের জন্য সহায়ক হবে।

পরিশেষে, ধন্যবাদ জানাই আইডিআরসি কানাডাকে আমাদের এই গবেষণা প্রকল্পে তাদের অব্যাহত সমর্থনের জন্য।

সাবিনা ফায়েজ রশিদ, ডীন এবং অধ্যাপক

ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ (ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ)
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

Preface

In 2016, we walked into a slum in North Dhaka, and expected to see poverty-stricken lives and hardened faces. Instead, we met 10-year-old Bina; who was beaming with enthusiasm, and wore make-up with false eyelashes. We met a 12-year-old Shathi; dyed hair, and was chatting on Facebook messenger on her smart phone. Meena, 15, laughed as she told us her tale of rejecting a prospective suitor because she did not want to get married so young.

Over the course of three years, the research team interviewed 61 adolescent girls and young women living in the urban slums of Dhaka and Chattogram, and conducted a survey of 2,136 adolescent girls and young women, aged 13-24. Through this survey, we discovered the detailed, multi-faceted lives these adolescent girls led within the urban slum settlements in Bangladesh.

While there are many studies on child marriage and adolescence in rural areas , there is a dearth of qualitative, longitudinal work on the lives of adolescent girls within the context of urban slums. There is a clear need to examine the complex web of factors that constrain, as well as enable adolescent girls lives and choices in slums. This photo-narrative draws directly from the research findings, and aims to give our readers a glimpse into the personal lives of adolescent girls, focusing on their aspirations and agency around marriage, family and social life, relationships, work, education, and reproductive health.

Seama Mowri and Sairana Ahsan

Centre of Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights (CGSRHR), BRAC JPGSPH

gLeÜ

২০১৬ সালে আমরা উত্তর ঢাকার একটি বস্তিতে যখন যাই, আমরা দারিদ্রক্লিষ্ট লোকজনের পরিবর্তে ১০ বছর বয়সী বিনার সাথে পরিচিত হই, যে ছিল খুবই প্রাণবন্ত এবং তার সাজ-সজ্জা ছিল অনেক আধুনিক। এর পরে ১২ বছর বয়সী সাথির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, যার রং করা চুল ছিল এবং সে তখন তার স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে ফেসবুক মেসেঞ্জারে চ্যাট করছিল। ১৫ বছর বয়সী মিনা আমাদের হাসতে হাসতে জানায় যে, সে এত অল্প বয়সে বিয়ে করতে চায় না, তাই সাম্প্রতিককালে একজন বিয়ে করতে ইচ্ছুক পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছে ।

আমরা তিন বছর ধরে ঢাকা ও চট্টগ্রামে নগরবস্তিতে বসবাসরত ৬১ জন কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি এবং ১৩-২৪ বছর বয়সী ২,১৩৬ জন কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীদের উপরে জরিপ পরিচালনা করেছি। এই জরিপের মাধ্যমে আমরা নগর বস্তিতে বসবাসরত কিশোরী এবং অল্পবয়সী নারীদের জীবনের বহুমূখী বাস্তবতাকে বিশদাকারে সামনে নিয়ে আসতে পেরেছি ।

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ এবং বয়োঃসন্ধি নিয়ে পরিচালিত গবেষণার অধিকাংশই গ্রামীন প্রেক্ষাপট নির্ভর। যার ফলে দেখা যায়, নগরবস্তির পরিপ্রেক্ষিতে কিশোরী মেয়েদের জীবন সম্পর্কে গুনগত ও বৃহৎ পরিসরে কাজের অভাব রয়েছে। যে সমস্ত বহুমূখী কারণে বস্তিতে বসবাসরত কিশোরী মেয়েদের জীবনমান উন্নয়নে বাঁধার সৃষ্টি করে, আবার একই সাথে তাদেরকে সক্ষম করে তোলে, সেইসব কারণগুলির অধিকতর পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা প্রয়োজন। এই ফটো-ন্যারেটিভ বইটি সরাসরি গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে তৈরি করা, যার লক্ষ্য পাঠকবৃন্দকে কিশোরীদের জীবনবাস্তবতা সম্বন্ধে ধারণা দেয়া। বইটিতে কিশোরীদের বিয়ে সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষা ও এজেন্সি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, সম্পর্ক, কাজ, শিক্ষা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়াবলী তুলে ধরা হয়েছে।

সীয়ামা মৌরি ও সায়রানা আহসান

সেন্টার ফর এক্সিলেন্স অফ জেন্ডার, সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ এন্ড রাইটস্ (সিজিএসআরএইচআর), ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ

Methodology

The purpose of this research was to explore child marriage in two selected slums: one in Dhaka North City Corporation and one in Chattogram City Corporation. The qualitative data was collected in an iterative manner and the data for this photo-narrative was drawn from 61 in-depth interviews (IDIs) and five focus group discussions (FGDs), which were conducted with married and unmarried adolescent girls and young women, aged between 13-24.

A number of respondents from qualitative interviews were selected for follow-up to allow us to develop in-depth case studies of their experiences and situations over the entire period of fieldwork, from May 2016 to March 2018. The qualitative findings were then used to inform and improve the content of the survey tool, identifying key themes to focus on. The cross-sectional survey was conducted amongst 2,136 adolescent girls and young women aged 13-24, of which 1,129 were ever-married and 1,007 were unmarried.

This photo-narrative is based on the abovementioned research.

Ethical Considerations

It is important to keep in mind that we have elicited interviews with adolescent girls and young women who have shared personal details and intimate stories on sensitive issues such as emotional heartbreaks, being subjected to moral policing by community, decisions to delay pregnancy, etc. Stories were shared based on mutual trust and confidence, and we have maintained confidentiality and respect their privacy when sharing their narratives in this book. The study received ethical approval prior to data collection. Written informed consent was obtained from all study participants.

Throughout this photo-narrative, the term ***child marriage*** is used to refer to marriage under the age of 18, and the term ***delaying marriage*** is used specifically for girls who got married or remained unmarried above the age of 18.

M‡elYv c×wZ

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের দুটি নির্দিষ্ট নগরবস্তিতে বাল্যবিবাহের কারণ, ধরণ এবং ফলাফল অনুসন্ধান করা; যার একটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে এবং অন্যটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত। গবেষণায় ৬১ জন ১৩-২৪ বছর বয়সী বিবাহিত ও অবিবাহিত কিশোরী এবং অল্পবয়সীর নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং ৫টি দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। এদের মধ্য থেকে আমরা কিছু সংখ্যক উত্তরদাতাকে মে ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ফলো-আপ করি।

এই গুনগত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে পরবর্তীতে জরীপকার্যে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়। এই জরিপটি ১৩-২৪ বছর বয়সী ২,১৩৬ জন কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীর উপরে পরিচালনা করা হয়েছিল, যাদের মধ্যে ১,১২৯ জন বিবাহিত এবং ১,০০৭ জন অবিবাহিত।

উপরোক্ত গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এই ফটো-ন্যারেটিভ বইটি তৈরী করা হয়েছে।

‰bwZK we‡eP¨ welq

এই গবেষণায় আমরা বিভিন্ন কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীর সাথে কথা বলেছি যারা তাদের জীবনের ব্যক্তিগত কথা এবং বিভিন্ন স্পর্শকাতর অভিজ্ঞতা, যেমন মানসিক কষ্ট, হৃদয় ভাঙার গল্প, পারিপার্শ্বিক লোকজনের খবরদারি ও রোষানলের শিকার হওয়া, গর্ভধারণের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন। যেহেতু পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভরসার জায়গা থেকে তারা এ গল্পগুলো বলেছে, তাই আমরা এ বিষয়ে পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করেছি। তথ্য সংগ্রহের পূর্বেই এই গবেষণাকার্যটি সম্পাদনের জন্য নৈতিক অনুমোদন সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সকলের কাছ থেকে লিখিত সম্মতিপত্রও নেয়া হয়েছে।

এই বইয়ে বাল্যবিবাহ *(child marriage)* বলতে ১৮ বছরের চেয়ে কম বয়সের বিয়েকে বোঝানো হয়েছে, এবং
দেরিতে বিয়ে *(delaying marriage)* বলতে ১৮ বছরের পরে বিয়ে হয়েছে অথবা ১৮ বছরের উর্ধ্বে অবিবাহিত হবে এমন অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

Introduction

fwgKv

The Persistence of Child Marriage in Urban Slums

Ayesha, 19, followed her parents to Dhaka when she was five, joining the near 1,000 migrants who pour into the capital city, Dhaka, every day. It is not clear if Ayesha will ever leave. She was married at the age of 15, and her husband saves only a few hundred takas each month from his job as a rickshaw-puller. Meanwhile, Ayesha is busy taking care of her two children and also does part-time beading work on sharis.

As the afternoon *azaan* (call to prayer) reverberates across the broken labyrinth of shacks in Dhaka slum, a young mother named Josna prepares to bathe her one year old son. “I don’t like living in Dhaka. It feels cramped but, I have a dream to educate my son in a good school and buy some land back in my village. Someday, I will move back home.”

UN-HABITAT defines a slum household, as a group of individuals who live under the same roof within an urban area that lacks durable, permanent housing, sufficient living space (not more than three people sharing the same room), easy and affordable access to safe water, access to adequate sanitation in the form of a private or public toilet, and security of tenure that prevents forced evictions.

The 2014 census conducted by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) states 2.23 million people are currently living in slums across the country, and the number of slum dwellers has increased rapidly over the years, by 60.43% in 17 years as of 2015.

Dhaka, with a current population of around 15 million people, is one of the fastest growing cities in the world. Between 1990 and 2005, the city has doubled in size — from 6 to 12 million. By 2025, the U.N. predicts Dhaka will be home to more than 20 million people — larger than Mexico City, Beijing, and Shanghai. Similarly, Chattogram, the country’s second largest city, has seen the number of recorded slums grow from 186 in 1997, to 2216 in the 2014 Slum Census.

Collectively, Dhaka and Chattogram slums make up for over 70% of the country’s slums. For our research, we worked on one of the biggest slums from each city, in total two slums from Dhaka and Chattogram.

bMie¯‡Z ewj¨eev‡ni we`¨gvb wPÎ

১৯ বছর বয়সী আয়েশা ৫ বছর বয়সে তার মা-বাবার সাথে ঢাকায় আসে। ঢাকায় প্রতিদিনই প্রায় ১,০০০ মানুষ এসে জড়ো হয়। আয়েশা জানে না, সে কখনো তার গ্রামে ফিরে যাবে কিনা। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই তার বিয়ে হয়ে যায়। সারা মাসের সংসার খরচ চালিয়ে তার রিকশাওয়ালা স্বামীর পক্ষে প্রতি মাসে খুব অল্প টাকাই সঞ্চয় করা সম্ভব হতো। এজন্যে আয়েশা তার দুই সন্তানের লালন-পালন করার পরেও বিভিন্ন সময়ে শাড়িতে জড়ি-চুমকি বসানোর কাজ করতো।

ঢাকার গোলকধাঁধাময় ভাঙাচোরা ঘিঞ্জি বস্তি জুড়ে যখন আসরের (বিকেলের) আযান প্রতিধ্বনিত হয়, জোছনা নামের অল্প বয়সী একজন মা তার কাজ শেষে তার এক বছরের ছেলেকে গোসল করাতে নিয়ে যায়। ছেলেকে গোসল করাতে করাতে, সে তার স্বপ্নের কথা জানায়, "ঢাকায় থাকতে আমার ভাল লাগেনা। এখানে অসহ্য লাগে। তবুও আমি এখানে আছি, কারণ, আমার একটা স্বপ্ন আছে। আমি আমার ছেলেকে ভাল স্কুলে পড়াবো, আর গ্রামের বাড়িতে কিছু জমি কিনবো। তারপর কোন একদিন আমি বাড়িতে ফিরে যাব।"

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসস্টিকস্ (বিবিএস) পরিচালিত ২০১৪ সালের বস্তিশুমারি অনুযায়ী, সারাদেশে ২২.৩ লক্ষ মানুষ বস্তিতে বসবাস করে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিগত ১৭ বছরে বস্তির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৬০.৪৩%।

বর্তমানে প্রায় ১.৫ কোটি জনসংখ্যার ঢাকা এখন বিশ্বের একটি অন্যতম দ্রুত বর্ধণশীল নগর। ১৯৯০ থেকে ২০০৫ এর মধ্যে ঢাকার জনসংখ্যা ০.৬ কোটি থেকে ১.২ কোটিতে এসে প্রায় দ্বিগুণ আকার লাভ করেছে। জাতিসংঘের ধারণামতে, ২০২৫ সালের মধ্যে ঢাকা ২ কোটিরও বেশি মানুষের আবাসস্থল হয়ে উঠবে, যা বিশ্বের অন্যতম জনবহুল শহর মেক্সিকো সিটি, বেইজিং এবং সাংহাইকেও ছাড়িয়ে যাবে। একইভাবে, ২০১৪ বস্তিশুমারী অনুযায়ী, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রামে রেকর্ড পরিমান বস্তির সংখ্যা বেড়েছে, ১৯৯৭ সালে যা ছিল ১৮৬টি, ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২২১৬টি।

সারা দেশের বস্তির প্রায় ৭০% ঢাকা এবং চট্টগ্রামে অবস্থিত। আমাদের এই গবেষণায়, আমরা প্রত্যেক শহর থেকে একটি করে মোট দুটি অন্যতম বড় বস্তিতে কাজ করেছি।

Background

Adolescents represent almost a fifth of the country's total population. The advent of the garments manufacturing industry has exponentially increased employment opportunities and options, especially for adolescent girls, as 80% of four million garment workers are female. As a result, the number of adolescent girls working and/or studying is increasing. Their aspirations, needs, and desires are also changing and challenging existing norms, which has created a shift in traditional marriage arrangements. In these changing urban contexts, we know very little about their psycho-social wellbeing and daily lives: their aspirations, desires, needs, and the challenges they face in negotiating with family members, in peer and romantic relationships, decisions around work life, education, and mobility.

Socio-cultural norms and attitudes expect adolescent girls to marry young and raise children with little scope or freedom for an independent life. In the urban slum context, adolescent girls are mobile, with many having access to mobile phones, internet and social media. Within the slums and in the city they are visibly interacting with males and some are working in newly emerging occupations such as beauty parlours and a few in auto-mechanic workshops receiving training from NGOs. Other urban adolescent girls are engaged in garment factories, tailoring work and as domestic help. At the same time, easy access and abundant usage of digital technology have also created difficulties for adolescents, as older members of the community often blame technology for *"prem"* (love) and incidences of divorce among the younger generation.

While early pregnancy takes away opportunities for many girls, some are actively making decisions to avoid pregnancy by practicing birth control methods or continuing to study even after child marriage. As adolescent girls continue to exercise choice, within the private and public domain, they are at times at risk of ostracism and humiliation. In the urban context, there are many more options as well as challenges and dilemmas that adolescent girls have to grapple with.

cUfig

কিশোর-কিশোরীরা দেশের সম্পূর্ণ জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের প্রায় এক ভাগ। তৈরিপোষাক শিল্প খাতের বিস্তৃতি, অভূতপূর্বভাবে, বিশেষ করে কিশোরীদের জন্য চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি করেছে; যেখানে ৪০ লক্ষ গার্মেন্টস কর্মীর ৮০%-ই নারীকর্মী। ফলশ্রুতিতে কর্মে নিয়োজিত কিশোরীদের সংখ্যা বাড়ছে। পাশাপাশি এও দেখা যায় যে, কিশোরীদের শিক্ষা গ্রহণের হারও বাড়ছে। এর ফলে তাদের আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা এবং ইচ্ছেগুলোও প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে এবং প্রচলিত সামাজিক প্রথাসমূহকে চ্যালেঞ্জ করছে, যা ঐতিহ্যগত বিয়ে ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক ধরণের পরিবর্তন আনছে। এই পরিবর্তনশীল নগর জীবনের প্রেক্ষিতে, কিশোরীদের মনো-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে আমাদের ধারণা সীমিত। ফলে, তাদের আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছে, চাহিদা, কর্মজীবন, শিক্ষা, ও সক্রিয়তা সম্পর্কে খুব কমই জানি। পাশাপাশি তারা তাদের পরিবারের সদস্য, সহপাঠী এবং ভালবাসার সম্পর্কের মানুষের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তারা যেসব বাঁধার সম্মুখীন হয়, সে বিষয়গুলোও গবেষণায় খুব একটা উঠে আসে না। সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথা ও মনোভাব অনুযায়ী ধারণা করা হয় যে, কিশোরী মেয়েরা অল্প বয়সেই বিয়ে করবে এবং সন্তান লালন-পালন করবে। তাদের এজেন্সি, নিজের স্বাধীনতা এবং স্বকীয়তা সম্পর্কে কোন দাবী থাকবে না।

নগর বস্তির প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, ঘরের বাইরে কিশোরীদের চলাচল অনেক বেশী। এদের অনেকেই মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। দেখা যায় যে, বস্তির ভিতরে এবং বাইরে অনেক বেশী যোগাযোগ হচ্ছে, এমনকি তারা বিভিন্ন পুরুষের সাথেও কথা বলছে, মিশছে। অনেকেই নতুন তৈরি হওয়া কর্মক্ষেত্র, যেমন বিউটি পারলারে কাজ করছে, আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ এনজিও থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে গাড়ি মেরামতের কারখানায় কাজ করছে। অন্যান্য কিশোরীরা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, দর্জির দোকান, অথবা গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত আছে। সমাজের লোকজন প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন যে, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহজলভ্যতা এবং অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে প্রায়ই কমবয়সীদের 'প্রেম' করার প্রবণতা বাড়ছে এবং একই সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের ভাঙনের হারও বাড়ছে। যেহেতু অল্প বয়সে গর্ভধারণ কিশোরীদের জীবন থেকে নানান সুযোগ কেড়ে নেয়, তাই কিছু মেয়ে গর্ভধারণ এড়ানোর জন্য নিজেরাই সক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করছে।

আবার অনেকে অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাবার পরেও পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে। কিশোরীরা যেহেতু ব্যক্তিগত ও সমাজিক কার্যক্ষেত্রে নিজেদের মত প্রকাশ করছে, সমাজের লোকজন এটি অনেক সময় সহজভাবে নেয় না। ফলশ্রুতিতে, এই সব কিশোরীরা অপমানিত হবার ঝুঁকিতে থাকে এবং কিছুটা সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শহরের পরিপ্রেক্ষিতে, কিশোরী মেয়েদের জন্য যেমন বিভিন্ন বিকল্প উপায় রয়েছে, তেমনই অনেক বাঁধা-বিপত্তিও রয়েছে, যেগুলোর সাথে তাদের প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়।

Our research is a mixed-methods study where qualitative approach was taken for 145 respondents and a quantitative survey was conducted with 2,136 participants.

Quantitative Component

Of the 2,136 adolescent girls and young women aged 13-24 years, 1,129 were married.

- 927 married adolescent girls and young women between the age of 13- 17 years
- 202 married adolescent girls and young women between the age of 18- 24 years

Qualitative Component

Of the 61 total qualitative interviews taken, 30 were married and 31 were unmarried adolescent girls and young women.

Of the 30 married respondents (four adolescent girls and 26 young women) :

- 24 were married by the age of 16
- 3 were married at the age of 17
- 3 married after the age of 18

All of these figures are as reported by the adolescent girls and young women themselves. There is a high chance of age misreporting as Streatfield et. al. (2015)[1] identified in their study at Matlab. The Matlab study found that almost two-thirds of 1,766 respondents misreported their age of marriage.

[1]Streatfield, P.K., Kamal, N., Ahsan, K.Z. and Nahar, Q., 2015. Early marriage in Bangladesh: Not as Early as it Appears. Asian Population Studies, 11(1), pp.94-110.

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য গুনগত এবং পরিমানগত, উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে ১৪৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে গুনগত সমীক্ষণ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২,১৩৬ জন অংশগ্রহণকারীর উপর পরিমানগত জরীপ পরিচালনা করা হয়েছে।

c¨vigvYMZ Ask

১৩-২৪ বছর বয়সী ২,১৩৬ জন কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীর মধ্যে, ১,১২৯ জন বিবাহিত, এদের মধ্যে:

- ১৩-১৭ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে হয়েছে ৯২৭ জনের
- ১৮-২৪ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে হয়েছে ২০২ জনের

¸YMZ Ask

সর্বমোট ৬১টি গুণগত সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে যার মধ্যে ৩০ জন বিবাহিত এবং ৩১ জন অবিবাহিত কিশোরী ও অল্পবয়সী নারী রয়েছে।

৩০ জন বিবাহিত উত্তরদাতার মধ্যে
(৪ জন কিশোরী এবং ২৬ জন অল্পবয়সী নারী):

- ২৪ জনের ১৬ বছর বয়সের মধ্যেই বিয়ে হয়েছে
- ৩ জনের ১৭ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে
- ৩ জন ১৮ বছর বয়সের পরে বিয়ে করেছে

বিয়ের বয়সের এই তথ্যগুলো কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীরা নিজেরাই জানিয়েছেন। মতলবের একটি গবেষণায় স্ট্রিটফিল্ড (২০১৫)[1] দেখিয়েছেন যে, বিয়ের বয়স সম্পর্কে তথ্যদাতাদের ভুল তথ্য দেবার প্রবণতা রয়েছে, যা আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। মতলবের গবেষণায় পাওয়া যায় যে, ১,৭৬৬ উত্তরদাতার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তাদের বিয়ের বয়স সম্বন্ধে ভুল তথ্য দিয়েছে।

[1]Streatfield, P.K., Kamal, N., Ahsan, K.Z. and Nahar, Q., 2015.
Early marriage in Bangladesh: Not as Early as it Appears. Asian Population Studies, 11(1), pp.94-110.

Survery Findings

82%

Were married before turning **18**

927 out of **1,129** surveyed ever-married adolescent girls and young women from our survey

33%

Belong to the **13-18** year age group

305 out of the **927** early married adolescent girls and young women

67%

Belong to the **19-24** year age group

622 out of the **927** early married adolescent girls and young women

16 year

Overall median age of marriage

43%

Were married off before turning **15**

= 10

Rwi‡c cvIqv Z_¨

82%

18 বছর বয়স হবার আগেই বিয়ে হয়েছে

আমাদের জরিপে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বিবাহিত কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীর 1,129 জনের মধ্যে 927 জন

33%

13-18 বছর বয়সী

927 জন কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীর মধ্যে 305 জন

67%

19-24 বছর বয়সী

927 জন কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীর মধ্যে 622 জন

16
eQi

বিয়ের গড় বয়স

43%

15 বছর বয়স হবার আগেই বিয়ে হয়েছে

= ১০

Adolescent Girls' Narratives

Out of **61** unmarried and married adolescent girls and young women we interviewed over the course of this study, we selected **20** case studies that depict the heterogeneous lives of adolescent girls and young women living in the urban slums. This photo narrative is grouped under the following themes:

Dynamics of Child Marriage | Page 34

Opportunities and Challenges of Delaying Marriage | Page 90

Changing Aspirations and Negotiating Agency | Page 130

---

wK‡kvix‡`i Rxeb-Kvwnbx

সমগ্র গবেষণায় আমরা যে **61** জন অবিবাহিত ও বিবাহিত কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তার মধ্য থেকে **20**টি কেস-স্টাডি নির্বাচন করা হয়েছে যা নগর বস্তিতে বসবাসকারী কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীদের জীবনের নানাবিধ চিত্র তুলে ধরে। এই ফটো-ন্যারেটিভটি নিচের আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সাজানো হয়েছে:

evj¨weev‡ni bvbvgLx ‡c¶vcU | côv 34

†`wi‡Z we‡qi mweav I evavmgn | côv 90

cwieZbkxj AvKv•¶v I ev¯evq‡bi m¶gZv | côv 130

Dynamics of Child Marriage

evj¨weev‡ni bvbvgLx ‡c¶vcU

From our survey of 1,129 ever-married adolescent girls and young women , 82% were married before the age of 18. The median age of marriage is 16 years. In addition, in the qualitative interviews, of the 30 married adolescent girls and young women we spoke to, 27 were married before the age of 18. As the data reveals, while structural factors such as poverty, school drop-outs, remain persistent, we came across additional factors that seem to play a critical role in influencing decisions for child marriage. In our survey, among 1,1,29 married girls, availability of suitable groom (22%), love relationship (20%) and proposal from groom's family (15%) were the top three reasons that influenced child marriage.

To shed light on these various contexts which frequently came up during our interviews with married adolescents and young adults, we have selected quotations and case stories around each theme, which are presented in the following chapters.

জরিপে দেখা যায় যে - ১,১২৯ জন বিবাহিত কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীর মধ্যে ৮২% তথ্যদাতার ১৮ বছর পূর্ণ হবার আগেই বিয়ে হয়েছে। বিয়ের গড় বয়স হলো ১৬ বছর। এরই সাথে, যে ৩০ জন বিবাহিত কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীর সাথে গুণগত সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে ২৭ জনের ১৮ বছর পূর্ণ হবার আগেই বিয়ে হয়েছে। গবেষণার উপাত্ত অনুযায়ী, সমাজিক বিভিন্ন কাঠামোগত নিয়ামক বাল্যবিবাহের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এক্ষত্রে দারিদ্র্য, স্কুল থেকে ঝরে পড়া ইত্যাদি মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করলেও, কিছু অতিরিক্ত নিয়ামক এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জরিপে দেখা যায় - ১,১২৯ জন বিবাহিত মেয়ের মধ্যে যে তিনটি কারণ বাল্যবিবাহের সিদ্ধান্তকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে, তা হলো - উপযুক্ত পাত্র পাওয়া (২২%), ভালবাসার সম্পর্ক (২০%) এবং পাত্রের পরিবারের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাওয়া (১৫%)। বিবাহিত তথ্যদাতাদের সাথে গুণগত সাক্ষাৎকারেও এ বিষয়গুলি বারবার উঠে এসেছে।

এ বিষয়গুলোতে আলোকপাত করার জন্য প্রতিটি মূল আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে আমরা কিছু উক্তি ও কেস-স্টাডি নির্বাচন করেছি, যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Photo to photo (respondent shared her own wedding photos with us)

ছবি থেকে ছবি (উত্তরদাতা নিজের বিয়ের ছবি আমাদের দেখিয়েছেন)

দরবেশ হযরত মীর আবু তালেব শাহ (রহঃ)
পবিত্র মাজার শরীফ
পবিত্রতা রক্ষা করুন।
সেজদা করা নিষেধ।
মাজার
মাজার

Absence Of Family Support

Six out of 30 married adolescent girls and young women from our qualitative sample, and 14.3% of 1,129 ever-married adolescent girls and young women from the survey, are orphans (or abandoned by at least one parent), who consider marriage as a way of gaining stability and position in society.

When we met Rekha, we were struck by her bright, intelligent eyes and hopeful smile, but we could not help but notice her bruises, which were showing through. Although only 16 years old, Rekha has been married for over nine months.

Rekha was orphaned from birth; the responsibility for her care fell on her grandmother, but, after a few years, Rekha's grandmother passed away. So, she was sent off to live with one of her paternal aunts. Unfortunately, this arrangement did not last long either, as her uncle quickly grew wary of having to provide for another member in the house.

Eventually, Rekha was sent to live with another aunt who, along with her son Arif, took Rekha in with open arms, full of love and care. This happy period in Rekha's life came to an abrupt end when her cousin Arif got married and his new wife felt threatened for having to live with a young, unmarried female under the same roof. Life became miserable for Rekha, she thought her only way out of this misery was to get married and move out. She was only 15 at the time.

> *"My aunt found me a good suitor. Everyone from his family and mine were ready to go ahead, but the boy's mother and sister vetoed the wedding after learning that I was an orphan."*

The prospective in-laws were concerned that their son would miss out on *"jamai-ador"*, which is the tradition of pampering the son-in-law with food, accommodation, dowry, and all other means of hospitality. Eventually, after the first proposal fell through, another suitor came along:

"I was so desperate to get married and have a home that I immediately said yes to the next suitor;
I did not hesitate or think of anything else. It was only after I got married that I learned that
being married comes with a lot responsibilities, especially for the wife.
I had never seen a wooden stove before getting married but, I need to cook on that stove now.
I never cooked or washed clothes before, but now I have to do all that and more.
On top of that, I get a good beating every now and then from my husband;
I cannot sleep on my right side from the last beating I got from him."

Rekha told us how her life changed after marriage and how she regrets getting married in such haste:

"I was independent before getting married, but now I no longer feel free.
I lived for over two years with my aunt at her house in Dhanmondi.
I miss her. I want to visit her, but I can't."

In addition to Rekha's loss of freedom, she now faces pressure to have a baby.

"My husband and in-laws want me to have a baby as soon as possible.
They do not think of my age, that I am only 16.
My husband is unemployed and does nothing productive with his time,
I am all alone in this world."

Rekha's story is not unusual. She initially chose to marry because she felt she had no other options and wanted a better life for herself. Now, she is unhappily married, overburdened with household responsibilities, and is likely to become a mother soon, unwillingly. At just 16-year-old, she has lost her childhood and has been forced into becoming an adult, sacrificing her hopes and opportunities for a better future.

cwiewiK mg_‡bi Abcw¯wZ

গুণগত নমুনার ৩০ জন বিবাহিত কিশোরী মেয়ে ও অল্পবয়সী নারীর মধ্যে ৬ জন, এবং জরিপের ১,১২৯ জন বিবাহিত কিশোরী মেয়ে ও অল্পবয়সী নারীর ১৪.৩% অনাথ (অথবা মা-বাবার যেকোন একজন অভিভাবক কর্তৃক পরিত্যাক্ত), যারা মনে করে যেহেতু তারা অনাথ ছিল বা তাদের বাবা-মায়ের যে কোন একজন ছিল না, তাই সমাজে স্থিরতা এবং অবস্থান লাভের একটি মাধ্যম হলো বিয়ে।

আমাদের যখন রেখার সাথে দেখা হলো, আমরা তার উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত এবং আশাপূর্ণ হাসি দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, কারণ তার শরীরের বিভিন্ন অংশে আমরা আঘাতের চিহ্নও দেখতে পাই। রেখার এখন বয়স ১৬, ৯ মাস হলো তার বিয়ে হয়েছে।

রেখা জন্মের পর থেকেই অনাথ। প্রথমে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ছিল তার দাদির, কিন্তু কয়েক বছর পর তার দাদিও মারা যান। তারপর তাকে তার এক ফুপুর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানেও সে বেশিদিন থাকতে পারে নি। তার ফুপা তাকে রাখতে চায়নি, কারন বাড়িতে একজন বাড়তি সদস্যের ভরণপোষণ করতে তার অনীহা ছিল।

এরপর রেখাকে আরেকজন ফুপুর কাছে পাঠানো হয়। এই ফুপু এবং তার ছেলে আরিফ, দুজনেই রেখাকে খুব আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করে। রেখার জীবনে এই সুখের সময়ও বেশিদিন টিকেনি। কারন আরিফের বিয়ের পরে তার স্ত্রী একজন অল্পবয়সী ও অবিবাহিত মেয়ের সাথে একই বাসায় বসবাস করতে অসম্মতি জানায়। রেখার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তার কাছে মনে হয় এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো বিয়ে করে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া। যদিও তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর।

*“আমার খালা আমার বিয়ের জন্য একজন ভাল পাত্র খুঁজে পায়। সবাই এই বিয়েতে রাজিও ছিল।
কিন্তু যখন জানতে পারে আমি অনাথ, পাত্রের মা আর বোন আর রাজি হয় না।”*

সম্ভাব্য পাত্র-পক্ষ ধরেই নিয়েছিল যে, সাধারণত বিয়ের পরে ছেলেরা শ্বশুরবাড়িতে যে ধরনের জামাই-আদর পায়, সেগুলো থেকে তাদের ছেলে বঞ্চিত হবে। ফলে, তারা বিয়েটি ভেঙ্গে দেয়। পরে, অন্য আর একটি প্রস্তাব আসে:

"বিয়ের জন্য এবং একটা পরিবারের জন্য আমি এতটাই অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিলাম যে,
এরপরের বিয়ের প্রস্তাব আসা মাত্রই আমি হ্যাঁ বলে দেই। আমার কোন অস্বস্তি হয় নাই এবং আমি অন্যকিছু চিন্তাও করি নাই।
বিয়ের পরেই আমি আসলে বুঝতে পারলাম যে, বিয়ে মানেই অনেক দায়িত্ব, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য।
বিয়ের আগে আমি কখনো লাকড়ির চুলা দেখি নাই। কিন্তু এখন আমাকে সেই চুলাতেই রান্না করতে হয়।
আমি নিজে কখনো রান্না করি নাই বা কাপড় ধুই নাই, কিন্তু এখন সেগুলোসহ আরোও অনেক কাজই আমাকে করতে হয়।
তার উপরে, আমার স্বামী প্রায়ই আমাকে মারধোর করে।
শেষবার যখন মারলো, তার পর থেকে ডানদিকে কাত হয়ে শুতে পারিনা।"

রেখা আমাদের জানায় বিয়ের পর কিভাবে তার জীবন বদলে গেল এবং এমন তাড়াহুড়া করে বিয়ের করার জন্য সে কেমন আফসোস করে:

"বিয়ের আগে আমি অনেক স্বাধীন ছিলাম, কিন্তু এখন আর তেমনটি মনে হয় না।
ধানমন্ডিতে আমার খালার বাসায় তার সাথে আমি দুই বছরের বেশি সময় ছিলাম।
তার কথা খুব মনে পড়ে। তাকে দেখতে যেতে চাই, কিন্তু পারিনা।"

রেখার ভাবনায়, সে যে শুধুমাত্র পরাধীন, তাই-ই নয়, তাকে এখনই বাচ্চা নেয়ার জন্য চারদিক থেকে চাপ দেয়া হচ্ছে।

"আমার স্বামী আর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা চায় যে আমি যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাচ্চা নেই।
তারা আমাকে নিয়ে চিন্তা করেনা যে, আমার বয়স মাত্র ১৬।
আমার স্বামী বেকার এবং আয়-উপার্জনের জন্য কিছুই করেনা,
এই দুনিয়াতে আমি একদম একা।"

রেখার গল্পটি খুব সাধারণ। সে প্রথমত বিয়ে করতে চেয়েছিল কারণ তার মনে হয়েছিল যে, এছাড়া তার আর কোন বিকল্প নেই এবং নিজের জন্য সে একটি ভাল জীবন চেয়েছিল। এখন সে বিবাহিত জীবনে অসুখী, গৃহস্থালীর কাজের চাপে জর্জরিত এবং নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে মা হতে হবে। একটি উন্নত ভবিষ্যত পাওয়ার সকল আশা এবং সকল সুযোগ-সুবিধাকে বিসর্জন দিয়ে সে মাত্র ১৬ বছর বয়সে বিয়ে করেছে। এতে সে তার শৈশব হারিয়েছে। এমনকি বিয়ে করার ফলে মাত্র ১৬ বছর বয়সেই সে সামাজিকভাবে প্রাপ্তবয়স্কের তকমা পেয়েছে।

সাধারণ ও যৌন রোগের চিকিৎসা • গর্ভবতী ও প্রসবোত্তর স্বাস্থ্য সেবা
বিনামূল্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিতরণ ও পরামর্শ প্রদান
তথ্য সেবা প্রদান • নারী আড্ডা কেন্দ্র

Crime and Harassment

From our survey: 32% of 1,129 ever-married adolescent girls and young women said they married early due to concern of their parents over their safety and security.

Sexual harassment and violence is rampant in urban slums. Most adolescent girls and young women feel at risk and often face harassment the moment they step outside their homes and locality, particularly at night. While sexual assault targets both married and unmarried females, single, adolescent girls are seen as especially vulnerable, which often makes parents anxious to marry them off as early as possible. For many parents early marriage is seen as a protective factor for their daughters.

Meeta, the mother of 15-year-old Lubna, was asked if she would wait and marry her daughter off after she turned 18. At first Meeta shared that she would prefer to wait but, within minutes, when questions on security and safety within the slums were brought up for discussion, she said she would prefer an earlier marriage for her daughter. Her views reveal that protecting the chastity of a young girl in the slum was a daunting task. She shared the following incident, which took place in her locality:

"Just couple months ago, a teenage girl in this locality was raped and tortured by a local gang of boys who found her alone in her home. These boys are associated with many crimes and muggings in the area, but nobody reports against them and they bribe the police so they never get arrested. We want to postpone our daughter's marriage but, when I think of what that girl and her family is going through, "amar shorir er lom dariye jai" (I get goosebumps)."

Aciva I nqiwb

জরিপে দেখা যায় - ১,১২৯ জন বিবাহিত কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীর মধ্যে ৩২% বলেছে যে
মা-বাবারা তাদের নিরাপত্তা নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তা করতো এবং এই কারণে তাদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে।

শহরের বস্তিগুলোতে যৌন হয়রানি এবং সহিংসতা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এবং খুবই উদ্বেগজনক। বেশিরভাগ কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীরা যৌন হয়রানি এবং সহিংসতার ঘটনায় সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির মধ্যে থাকে বলে নিজেরাই মনে করে। প্রায়শই ঘর এবং এলাকা থেকে বাইরে, বিশেষ করে রাতের বেলা, বের হওয়া মাত্রই তারা হয়রানির শিকার হয়। যদিও বিবাহিত ও অবিবাহিত নারী, উভয়েই যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে, তবু দেখা যায়, অবিবাহিত কিশোরীরা অনেক বেশী এর শিকার। ফলে তাদের দ্রুত বিয়ে দেবার জন্য তাদের অভিভাবকেরা উদ্বিগ্ন থাকে। অনেক অভিভাবকই নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে অল্প বয়সেই তাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়াকে একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করে।

১৫ বছর বয়সী লুবনার মা মিতাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি তার মেয়ের বিয়ের জন্য ১৮ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন কিনা। প্রথমে মিতা বলেন যে, তিনি অপেক্ষা করবেন। কিন্তু বস্তির ভিতরের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসা মাত্রই, তিনি তার মতটি পাল্টে ফেলেন। তিনি বলেন যে, তিনি তার মেয়ের অল্প বয়সের বিয়েকেই বেছে নিবেন। তার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, বস্তিতে একটি অল্পবয়সী মেয়ের সতীত্ব রক্ষা করা কতটা কঠিন! তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা তার এলাকায় ঘটেছিল:

"কয়েক মাস আগে, এই এলাকায় একদল যুবক একজন কিশোরীকে তার ঘরে একা পেয়ে ধর্ষণ করে এবং অত্যাচার করে।
এই যুবকেরা এলাকার বিভিন্ন অপরাধ ও ছিনতাইয়ের সাথে জড়িত, কিন্তু কেউ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেনা
এবং পুলিশকে ঘুষ দেবার কারনে তাদেরকে গ্রেপ্তারও করা হয়না।
আমরা অল্প বয়সে আমাদের মেয়ের বিয়ে দিতে চাই না,
কিন্তু যখন ঐ মেয়ে ও তার পরিবারের কথা চিন্তা করি, তখন আমার শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়।"

Choosing Own Partners

From our survey, 20% of 1129 ever-married adolescent girls and young women admitted to marrying early because of love affairs.

When 14-year-old Brishti was asked to talk about how she got married, she replied:

"I met my husband at school, we were in love. We fled the slum, but got caught at the train station. My parents brought us back and married us off, because of rumours spreading that we were sleeping together."

Brishti's story is common in Bangladesh's urban slums. Adolescents no longer consider love relationships, or intimacy as things that are taboo. During our focus-group discussions, both adolescent girls and boys openly talked about being in relationships freely in front of each other, while some even shared anecdotes about other friends or peers engaging in physical intimacy. Their responses were regarded as common and were often accompanied with naughty remarks and mischievous smirks, but there didn't seem to be any outward signs of negativity or stigma.

Leela, 16 years old, was asked to share her thoughts on relationships and marriage, to which she answered:

"Having a boyfriend is fun; you go on dates and get gifts from him, I have been with three boys so far. I move on to the next once I start to lose interest, I am not looking for marriage."

Parents and community members often blame smartphones and social media as the reason for love relationships and marriage amongst adolescents. Mobile phones and the internet allow for a space in which adolescent girls and boys are able to freely interact with each other, away from prying eyes and gossiping community members. Smartphones, and Facebook have made it easier for young people to send each other photos and couples are able to talk to each other when convenient for them. Boys often buy mobile phones for their girlfriends with phone cards to talk and conversations are usually carried out at night when their parents are asleep.

With access to smartphones, adolescents now have the ability to freely interact with each other, flirt, and engage in intimate relationships and bypass gatekeepers. Some of these interactions were more commonly reported in the urban context than rural.

wb‡Ri cQ›`mB m½x wbe©Pb

জরিপে পাওয়া ১,১২৯ জন বিবাহিত কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীর ২০% স্বীকার করেছে যে
তারা ভালবাসার সম্পর্কের কারনে অল্প বয়সে বিয়ে করেছে।

যখন ১৪ বছর বয়সী বৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, সে কিভাবে বিয়ে করেছে, সে বলে,

*"স্কুলে আমার স্বামীর সাথে আমার দেখা হয়, আমাদের প্রেম হয়ে যায়।
আমরা বস্তি থেকে পালিয়ে যাই, কিন্তু ট্রেন স্টেশনে গিয়ে ধরা পড়ে যাই। আমার মা-বাবা আমাদের ফেরত নিয়ে আসে।
আমরা একসাথে স্বামী-স্ত্রীর মতো রাত কাটিয়েছি এই গুজব ছড়ানোর ফলে আমাদের বাবা-মা আমাদের বিয়ে দিয়ে দেয়।"*

বাংলাদেশে শহরাঞ্চলের বস্তিতে বৃষ্টির জীবনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা হরহামেশাই দেখা যায়। কিশোর-কিশোরীরা ভালবাসার সম্পর্ক বা অন্তরঙ্গ হওয়াকে এখন আর নিষিদ্ধ মনে করেনা। আমাদের দলীয় আলোচনায়, কিশোর এবং কিশোরীরা, উভয়ই তাদের মধ্যে এমন 'সম্পর্ক' নিয়ে খোলামেলাভাবে কথা বলেছে। আবার এদের মধ্যে অনেকে তাদের বন্ধু বা সহপাঠীদের মধ্যকার শারীরিক সম্পর্ক নিয়েও রসালো কথা বলেছে। তারা কোন জড়তা ছাড়াই এগুলো নিয়ে কথা বলেছে।

১৬ বছর বয়সী লীলাকে একটা ছেলে এবং একটা মেয়ের মধ্যে এই ভালবাসার সম্পর্ক এবং বিয়ে নিয়ে
তার ভাবনা কী জিজ্ঞেস করায় সে বলে,

*"বয়ফ্রেন্ড (প্রেমিক) থাকাটা বেশ মজার; তার সাথে ঘুরতে যাও এবং তার কাছ থেকে গিফট নাও. . .
আমি এ পর্যন্ত তিনজন ছেলের সাথে প্রেম করেছি। আমি একজনের উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেললে, অন্য আরেক জনের সাথে প্রেম করি।
আমি এখনই বিয়ের কথা ভাবছি না।"*

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক এবং প্রেমের বিয়ের জন্য অভিভাবক ও সমাজের লোকজন প্রায়শই স্মার্টফোন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে দায়ী করে। কিশোর এবং কিশোরীরা মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে নিজেরা নিজেদের সাথে যোগাযোগ করে, তারা নিজের প্রেমের সম্পর্ক করে। মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের মাধমে যোগাযোগের এমন একটি জায়গা তৈরী হয়, যেখানে সমাজের লোকজনের অগোচরেই তারা মুক্তভাবে একে অন্যের সাথে মিশতে পারে। স্মার্টফোন, এমএমএস, এবং ফেসবুক অল্পবয়সীদের মধ্যে একে অন্যকে ছবি পাঠানো এবং কথা বলাকে সহজ করে দিয়েছে। কথা বলার জন্য ছেলেরা প্রায়ই তাদের গার্লফ্রেন্ডদের (প্রেমিকা) মোবাইল এবং ফোনকার্ড কিনে দেয়। সাধারণত রাতের বেলা তাদের মা-বাবা ঘুমিয়ে যাবার পরে তারা কথাবার্তা বলে।

স্মার্টফোনের এই সহজলভ্যতার কারণে, কিশোর-কিশোরীরা একে অন্যের সাথে সহজভাবে যোগাযোগ করতে পারে, ভালবাসার সম্পর্কে জড়াতে পারে, ফ্লার্ট করতে পারে, এবং অভিভাবকদের নজরদারি উপেক্ষা করতে পারে। এই ধরণের ঘটনা গ্রামের থেকে শহরে অনেক বেশী ঘটে বলে আমাদের তথ্যদাতারা জানিয়েছে।

Emotional Blackmail

From our qualitative research, 10 out of 30 married adolescent girls and young women confessed to marrying due to coercion from their boyfriends. Our survey found 38% married girls (1,129) were engaged in love relationships.

On her way to school and back, Rupa (16) would always be followed by a young man, a C.N.G. auto-rickshaw driver named Dipu, aged 21. He sent romantic proposals to Rupa through local shopkeepers and friends, who would vouch for him and describe how deeply Dipu cared for her. After continuously rejecting Dipu for an entire year, Rupa changed her mind. During their year-long affair, Dipu was nothing but respectful and also quite shy. Despite her initial reservations about the relationship, Rupa slowly warmed up to him.

"We never went out to the cinemas,
he never looked at my face when he was talking to me, and I liked that very much.
I thought he was a very shy and modest person."

They would rarely see each other and when they did, it was only for a brief moment when Rupa was on her way to school in the morning. They talked on the phone when Rupa was able to borrow her mother's mobile, and the relationship continued on in secret without her parents' knowledge. After a while, Dipu started pressuring Rupa into marrying him.

Observations and interviews with adolescents and community members reveal that rumours of romantic relationships spread rapidly in the slums. Rupa's case was no different. Once they learned of Dipu, Rupa's parents immediately opposed the relationship. Her father was an influential leader, and his reputation was at risk if Rupa married someone below their social status. Rupa herself was nervous about being with Dipu but she was scolded and beaten for being involved with him. She ended the relationship but Dipu was not willing to let it go.

On the evening before her last SSC exam, Dipu along with five of his friends, kidnapped Rupa and took her to a nearby area outside of the slum. Dipu claimed he had poison with him, which he threatened to consume if Rupa refused his marriage proposal. He also added that if she refused, he and his friends would make sure that the blame for his suicide would fall on Rupa and her family.

"He had a bottle of poison in his hands and told me he would drink it if I didn't agree to marry him."

- an anxious 16-year-old Rupa explained the circumstances that led to her marriage.

She further shared,

"My heart stopped; hearing that my parents would be taken to jail because of me.
If I didn't agree, he would commit suicide, and I thought, yes,
it really would become my fault for which my parents will have to pay;
I couldn't think clearly anymore."

Rupa pleaded with Dipu, begged to be taken back to her home but, he answered with absolute confidence,

"You have already stayed four nights outside of your house, with me.
Even though nothing has happened, no one will believe that.
They will say you slept with me and had sex, which will bring shame upon you and your family,
should you decide to return unmarried. Can you live with that?"

Rupa's case mirrors many other cases of adolescents, both boys and girls, who are being coerced to marry through manipulative, and suicidal threats from their respective love interests. During FGDs, many of the adolescent girls complained how boys tend to threaten to expose pictures taken together or spread rumours of physical intimacy if the girl wanted to break up or not get married. As a result, these adolescent girls and their families are left with little to no choice. For many of these adolescent girls, being coerced into an "official marriage" is far more socially acceptable compared to eloping.

gvbmK wbcvob

গুণগত গবেষণার ৩০ জন বিবাহিত কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীর মধ্যে ১০ জন স্বীকার করেছে যে, তাদের বয়ফ্রেন্ডরা (প্রেমিক) তাদেরকে জোর করে বিয়ে করেছে। জরিপে দেখা যায়, ১,১২৯ জন বিবাহিত মেয়ের মধ্যে ৩৮% মেয়ে বিয়ের পূর্বে প্রেমের সম্পর্কে জড়িত ছিল।

রূপাকে (১৬) তার স্কুলে যাওয়া ও আসার পথে, দিপু নামের ২১ বছর বয়সী একজন সিএনজি অটোরিকশা চালক সবসময়ই অনুসরণ করতো। সে স্থানীয় দোকানদার ও বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে রূপাকে প্রেমের প্রস্তাব দিতো, যারা রূপার কাছে দিপুর অনেক প্রশংসা করতো এবং দিপু তাকে কতটা ভালবাসে তার বর্ণনা দিতো। এক বছর ধরে দিপুকে প্রত্যাখান করার পরে রূপা তার সিদ্ধান্ত বদলায়। তাদের প্রেমের সম্পর্ক প্রায় একবছর। রূপার মতে, দিপু ছিলো অনেক লাজুক এবং তাকে অনেক সম্মান করতো। এই সম্পর্ক নিয়ে প্রথমে অনিচ্ছা থাকলেও, রূপা ধীরে ধীরে তার (দিপুর) প্রতি আগ্রহী হয়:

"আমরা কখনো সিনেমা দেখতে যাই নাই।
কথা বলার সময় সে কখনো আমার মুখের দিকে তাকায় পর্যন্ত নাই, আর এইটাই আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছে।
আমি ভেবেছিলাম, সে খুবই লাজুক এবং ভদ্র।"

রূপার স্কুলে যাওয়ার পথে খুব অল্প সময়ের জন্যে মাঝে মধ্যে সকালে তাদের দেখা হতো। তারা সাধারণত ফোনে যোগাযোগ করতো। রূপা তার মায়ের মোবাইল ফোনেই কথা বলতো, কিন্তু তার মা এটা জানতো না।

আর এভাবে অভিভাবকদের অগোচরে তাদের প্রেমের সম্পর্ক চলতে থাকে। কিছুদিন পর, দিপু রূপাকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে শুরু করে। সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বস্তি এলাকায় প্রেমের সম্পর্কের কথা দ্রুত ছড়ায়। রূপার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। দিপুর ব্যাপারে জানতে পারার সাথে সাথেই রূপার মা-বাবা এই সম্পর্কের বিরোধিতা করে। রূপার বাবা এলাকার একজন প্রভাবশালী নেতা, তাই রূপা যদি তাদের সামাজিক অবস্থানের চেয়ে নিচের কাউকে বিয়ে করে তাহলে তাদের পরিবারের সম্মানহানি হবে। দিপুর সাথে সম্পর্কের কারনে রূপা নিজেই অস্বস্তিতে ছিল। দিপুর সাথে তার এই প্রেমের সম্পর্কের কারণে তাকে বকা-ঝকা ও মারধোর করা হয়। সে এই সম্পর্কের ইতি টানতে চাইলেও দিপু ছিলো নাছোড়বান্দা ।

রূপার এসএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগের সন্ধ্যায়, দিপু তার পাঁচজন বন্ধু নিয়ে রূপাকে উঠিয়ে বস্তির বাইরে একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যায়। দিপু বলে তার সাথে বিষ আছে, আর এই বলে হুমকি দেয় যে, রূপা যদি তার বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়, তাহলে সে এই বিষ খাবে। সে আরো বলে, যদি রূপা এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়, তাহলে তার আত্মহত্যার দায় রূপা ও তার পরিবারের উপরে পড়বে।

"তার হাতে এক বোতল বিষ ছিল এবং সে বলেছিল যে, যদি আমি তাকে বিয়ে না করি তাহলে সে তা গিলে ফেলবে"

- ১৬ বছরের রূপা এভাবে তার বিয়ে হওয়ার পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে।

সে আরো বলে,

"আমার মা-বাবাকে আমার কারণে জেলে যেতে হতে পারে শুনে আমার বুকের ধুকপুকানি থেমে গিয়েছিল।
যদি আমি রাজি না হই, তাহলে সে আত্মহত্যা করবে।
আর আমি ভেবেছিলাম যে, আমি যদি এই বিয়েতে রাজি না হই আর সে যদি সত্যি সত্যিই আত্মহত্যা করে,
তাহলে আমার মা-বাবাকে জেলে যেতে হবে।
আমার ভুলের জন্য আমার মা-বাবাকে মূল্য দিতে হতে পারে; আমি আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না।"

রূপা দিপুকে কাকুতি-মিনতি করে এবং তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অনুনয়-বিনয় করে। কিন্তু দিপু দৃঢ়কণ্ঠে বলে -

"তুমি এমনিতেই চার রাত ঘরের বাইরে আমার সাথে থেকেছো। যদিও কিছু হয় নাই কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করবে না।
তারা বলবে যে, তুমি আমার সাথে শুয়েছো এবং আমাদের দৈহিক মিলন হয়েছে, যা তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য হবে অপমানের।
যদি তুমি বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেরত যাও, এই লজ্জা নিয়ে কি তুমি বাঁচতে পারবে?"

রূপার এই গল্প আরো অনেক কিশোর-কিশোরীর জীবনের কাহিনির সাথে মিলে যায়, যারা তাদের ভালবাসার মানুষের কাছ থেকে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আত্মহত্যার হুমকির মাধ্যমে জোর করে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। দলীয় আলোচনায় অনেক কিশোরী মেয়ে অভিযোগ করেছে যে, যদি কোন মেয়ে সম্পর্ক শেষ করতে চায় বা বিয়ে করতে না চায়, তাহলে কিভাবে ছেলেরা তাদের একসাথে তোলা ছবি বা শারীরিক সান্নিধ্যের কথা ছড়িয়ে দেবার হুমকি দিয়ে থাকে। এই সম্মানহানি হবার ভয়ে, এইসব কিশোরী মেয়ে ও তাদের পরিবারের পক্ষে বিয়ে করা বা বিয়ে দিয়ে দেয়া ছাড়া আর তেমন কিছুই করার থাকেনা। এই কিশোরী মেয়েদের অনেকের মতে, 'পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা'র চেয়ে জোরপূর্বক হলেও 'আনুষ্ঠানিক বিয়ে' সামাজিকভাবে বেশি গ্রহণযোগ্য।

Moral Policing by the Community

Parents in the slum live with the anxiety and fear of their daughters and the family getting a bad reputation. Social shaming takes place by community members who criticize both the parents and the girl, particularly, if she is seen as remaining single beyond the culturally acceptable age of marriage, having too much mobility, or interacting with young males. Rumours quickly spread irrespective of the authenticity of allegations and parents worry about securing a decent proposal for their daughters.

The girl is associated with different labels such as *"noshto meye"* (bad girl), *"shobhab kharap"* (promiscuous), "immoral", and viewed as "going down the wrong path" and ruining other adolescent girls and boys. Adolescents are taunted hearing "*lojja nai"* (shameless), "*boroder moto thakte chai"* (wants to be sexually active like an adult).

The girl's parents are reprimanded by community elders and neighbours for failing to raise their child. It is even more difficult when the family is poor, or if they are tenants or new migrants who do not have much influence within the community.

cwicwkK †jvKR‡bi Lei`wi

বস্তির পরিবেশে আভিভাবকেরা সবসময় শঙ্কিত থাকে যে, যে কনো সময় মেয়েদের ও পরিবারের সম্মানহানি হতে পারে। যদি একজন মেয়ের বিয়ের বয়স হয়ে যাওয়ার পরও বিয়ে না হয়, সে যদি বাড়ির বাইরে অনেক বেশী ঘোরাঘুরি করে, ছেলেদের সাথে মেলামেশা করে, কথাবার্তা বলে, তাহলে এলাকার লোকজন সেই মেয়ে এবং তার পরিবারের লোকজনকে নিয়ে অনেক আজেবাজে কথা বলে, অনেক গুজবও ছড়ায়। এই বাজে গুজব খুব দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে, কারণ মানুষজন সত্য-মিথ্যা যাচাই করে না। ফলে অভিভাবকেরা তাদের মেয়েদের জন্য পরবর্তীতে কোন ভাল বিয়ের প্রস্তাব পাবে কিনা এ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকে।

যাদের বিরুদ্ধে গুজব রটে, এমন মেয়েদেরকে বিভিন্ন লেবেল দিয়ে আখ্যায়িত করা হয়, যেমন - নষ্ট মেয়ে, স্বভাব খারাপ, চরিত্রহীন, এবং তারা 'ভুল পথে যাচ্ছে' এবং অন্যান্য ছেলে-মেয়েদেরকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তাদের আরো বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য শুনতে হয়, যেমন- তাদের লজ্জা নাই, বড়দের মত থাকতে চায় (দৈহিক মিলনে আগ্রহী অর্থে) ইত্যাদি ।

বয়োজ্যেষ্ঠরা এবং প্রতিবেশিরা তখন মেয়েটির অভিভাবকদের নানাধরণের আজেবাজে কথা বলে, যেমন - তারা মেয়েটিকে ঠিকমত লালন-পালন করতে পারেনি। গরীব, ভাড়াটিয়া, অথবা বস্তিতে নতুন এসেছে এমন পরিবারের জন্য এই বিষয়টি সামাল দেয়া আরো কঠিন হয়ে পড়ে, কারন, ঐ সমাজে তাদের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে না।

Moral Policing By Community: Shame and Fear

"It was a matter of shame that my daughter was seen with a boy near the hills in the evening.
It was a grave disgrace for the family.
It didn't take long before everyone in the neighborhood started gossiping.
My husband and I were scared just thinking what this meant for our daughter's future,
so we decided to marry her off to another boy from the village as soon as possible."

- Josna Begum, Mother of a 13-year-old girl named Trishna.

cwicwkK †jvKR‡bi Lei`wi: j¾v I fq

"আমার মেয়েকে সন্ধ্যার সময় পাহাড়ের কাছে একটা ছেলের সাথে দেখা গেছে,
এটা আমাদের জন্য ছিল খুবই লজ্জাজনক। এটা আমার পরিবারের জন্য ছিল চরম অপমানের।
এই গুজবটা চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে একটুও সময় লাগে নি।
এই ঘটনায় আমাদের মেয়ের ভবিষ্যতে কী হতে পারে, তা চিন্তা করে আমি আর আমার স্বামী প্রচন্ড ভয় পাই,
সে কারণে গ্রামের আরেক ছেলের সাথে যত দ্রুত সম্ভব মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই।"

- জোসনা বেগম, তৃষ্ণা নামের ১৩ বছর বয়সী মেয়ের মা।

Moral Policing by Community: *Shalish*

To settle such claims and disputes, a local arbitration or *shalish* takes place. The *shalish* is typically facilitated by male community leaders, who are often politically affiliated members or chairman of wards or elders. Most of the residents in the slums attend these arbitrations, which often take place in the cases of rumours of promiscuity or physical intimacy between unmarried couples, violence within the household, local crimes, extra-marital affairs etc. In most *shalish* arbitrations, the members of the committee usually rule in favour of the more powerful, well-established and well connected families (i.e. political affiliation, landlords, and/or strong networks with powerful leaders in the slum).

"In our area, there is a club, run by local political leaders who usually conduct the 'shalish'.
Club authorities call for a 'shalish' if they hear of
physical intimacy between young couples or cases of elopement.
They usually marry the accused couple off, but if the boy's family is wealthy,
they sometimes pay off the girl and make her move out of the slum.
'Shalish' is never fair to those who are poor."

- Nura, 19-year-old unmarried girl during an FGD.
She is a garment factory worker and lives with her parents.

Niti, a 14-year-old unmarried girl from Dhaka slum was a victim of community interference in her personal life. She was involved with a boy from her school who she used to spend time with. Her roaming around with a boy was not accepted well by people in the slum. One day as she went out of the slum with the boy, community people informed their parents immediately. Their family went out to look for them and caught red-handed while sitting side by side and chatting. They were brought back to the slum and a '*shalish*' was arranged for their misbehaviour. Community member, *Shokhi* workers (a local NGO providing legal support) and their families made them promise that they will not see each other anymore. Her grandfather slapped her in front of everyone as she was behaving like a "bad girl".

The *shalish* was extremely traumatizing for Niti, as she lamented,

"Nana (maternal grandfather) never thought he would raise his hand on me...
everyone knew I was a good girl...
Nana hit me... I cried a lot for Romjan (her boyfriend)...
other people insult me anyway, but when my grandmother
and brother insult me over Romjan,
it feels really bad."

These highlights the pressures of adhering to socio-cultural norms by many adolescents and parents. These socio-cultural norms are enforced by the community and powerful leaders, who humiliate and harass those families and adolescents as they are perceived as challenging the existing social norms.

cwicwkK tjvKR‡bi Lei`wi: mwjk

এলাকার লোকজনের অভিযোগ ও বিবাদ মিমাংসা করার জন্য স্থানীয়ভাবে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত এই সালিশগুলো পরিচালনা করে থাকে এলাকার পুরুষ নেতৃবৃন্দ, যারা রাজনীতির সাথে জড়িত অথবা ওয়ার্ডের চেয়ারম্যান এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। বস্তির লোকজনের উপস্থিতিতে উচ্ছৃঙ্খলতা, অবিবাহিত ছেলে ও মেয়ের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কের গুজব, অথবা পারিবারিক সহিংসতা, স্থানীয় অপরাধ, বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। বেশিরভাগ সালিশে সমাজের সদস্যবৃন্দ সাধারণত সেইসব পরিবারকেই পক্ষপাতিত্ব করে যারা অধিক প্রভাবশালী, সু-প্রতিষ্ঠিত, এবং যাদের এদের সাথে ভাল যোগাযোগ রয়েছে। (যেমন: রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, বাড়ির মালিক এবং/অথবা বস্তির প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের সাথে সুসম্পর্ক)।

"আমাদের এলাকায় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের একটা ক্লাব আছে যারা সালিশগুলো পরিচালনা করে থাকে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ যদি অল্পবয়সী ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কোন শারীরিক সম্পর্কের কথা শুনে বা কোন পালিয়ে যাবার খবর পায় তাহলে তারা সালিশের ডাক দেয়। তারা সাধারণত অভিযুক্ত ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয়, কিন্তু ছেলের পরিবার যদি ধনী হয়, তখন তারা মেয়েটিকে কিছু অর্থ প্রদান করে এবং যাতে বস্তি থেকে চলে যায়, সে ব্যবস্থা করে। গরীবের জন্য সালিশ কখনো ভাল হয়না।"

- নূরা, দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ১৯ বছর বয়সী একজন অবিবাহিত মেয়ে। সে একজন গার্মেন্টস কর্মী এবং মা-বাবার সাথে থাকে।

ঢাকার বস্তির ১৪ বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়ে নীতি তার ব্যক্তিগত জীবনে সমাজের লোকজনের এরকম একটি সালিশ দ্বারা নিগ্রহের শিকার হয়েছিল। সে তার স্কুলের একজন ছেলের সাথে সম্পর্কে জড়িত ছিল, যার সাথে সে সময় কাটাতো। একজন ছেলের সাথে তার এই ঘোরাফেরা বস্তির লোকেরা ভালভাবে গ্রহণ করেনি। একদিন যখন সে ছেলেটির সাথে বাইরে যায়, এলাকার লোকজন গিয়ে সাথে সাথে তাদের মা-বাবাকে জানায়। তখন তাদের পরিবার তাদের খুঁজতে বের হয় এবং তারা যখন পাশাপাশি বসে গল্প করছিল, তখন তাদের হাতে নাতে ধরে ফেলে। তাদেরকে তখন বস্তিতে ফেরত নিয়ে আসা হয় এবং এই আচরণের জন্য একটি সালিশের ব্যবস্থা করা হয়। এলাকার লোকজন, সখী (স্থানীয় এনজিও যা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকে) কর্মীবৃন্দ, এবং তাদের পরিবার তাদেরকে ওয়াদা করায় যে তারা আর কখনো দেখা করবে না। তার নানা তাকে সবার সামনে চড় মারে, কারন সে 'খারাপ মেয়ে'র মত আচরণ করেছে।

সালিশটি ইতির জন্য ছিল চরম দুঃখজনক, কারন সে শোকাহত হয়ে বলছিল,

"নানা কখনো ভাবেনাই যে সে আমার উপরে হাত উঠাবে... সবাই জানতো যে আমি একজন ভাল মেয়ে...
নানা আমাকে মারে ... আমি রমজানের (তার প্রেমিক) জন্য অনেক কেদেঁছিলাম ...
বাইরের লোকেরা তো আমাকে অপমান করেই,
কিন্তু আমার নানা আর ভাইয়েরা রমজানকে নিয়ে যখন আমাকে অপমান করে, তখন সবচেয়ে খারাপ লাগে।"

বাধ্য হয়ে কিশোর-কিশোরী এবং বাবা-মাদের অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথাকে মেনে নিতে হয়, এ ঘটনাগুলো সে বিষয়কেই তুলে ধরে। সমাজের লোকজন ও প্রভাবশালী নেতারা এই প্রথাসমূহ পরিবার ও কিশোর-কিশোরীর উপরে চাপিয়ে দেয়, তাদেরকে অপমান ও অপদস্থ করে। কারণ মনে করা হয়, যে তারা প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রথাগুলোর বিরোধিতা করছে।

Opportunities and Challenges of Delaying Marriage

†`wi‡Z we‡qi m‡hvM-mweav I evavmgn

From our survey of 2,136 adolescent girls and young women, 384 girls (18%) were found to be unmarried until 18, or married after 18.

So far, we have discussed the circumstances of adolescent girls and young women and their families, which led to child marriage. 14 young women were interviewed, aged between 18-24, who remained unmarried until 18, and these young women gave details of the different circumstances and reasons, which led to delayed marriage.

Incidences of both early and delayed marriages that exist in slums, indicate that individual circumstances and pathways may lead to different marriage outcomes and that it cannot be generalized and does not represent all adolescent females.

The following narratives reflect an array of both typical and atypical cases of girls who delayed marriage until 18 years of age and of their experiences thus far.

আমাদের জরিপে পাওয়া যায় যে - ২,১৩৬ জন কিশোরী ও অল্পবয়সী নারীর মধ্যে, ৩৮৪ জন (১৮%) মেয়ে তাদের ১৮ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত অবিবাহিত ছিল অথবা ১৮ বছরের পরে বিয়ে করেছে।

আমরা অল্পবয়সে বাল্যবিবাহের এর কারণ হিসেবে কিশোরী ও অল্পবয়সী নারী ও তাদের পরিবারের সার্বিক অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করেছি । আমরা ১৮-২৪ বছর বয়সী ১৪ জন অল্পবয়সী নারীর সাথেও কথা বলেছি, যারা ১৮ বছর পর্যন্ত অবিবাহিত ছিল। তারা তাদের দেরিতে বিয়ে হবার নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিয়েছে।

বস্তিতে অল্পবয়সে বা দেরিতে বিয়ের যেসব ঘটনা দেখা যায়, একটি সহজ-সরল পথ অনুসরণ করে না। সুতরাং বস্তির প্রেক্ষাপটে কিশোরী ও অল্প বয়সী নারীদের বিয়ের কারণ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট ও সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যাবে না, বরং বেশীরভাগ ঘটনা আলাদা আলাদা চিত্র তুলে ধরে।

যে সকল মেয়েরা ১৮ বছরের আগ পর্যন্ত অবিবাহিত ছিল বা ১৮ বছরের পরে বিয়ে করেছে, তাদের জীবন অভিজ্ঞতা এবং দেরীতে বিয়ের কারণগুলো নিচের ন্যারেটিভগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

Word list

Pursuing Education and Work Opportunities

From our survey of 2,136 girls in Dhaka and Chattogram, 44% finished their primary education. From the rest, 33% studied up to class 9 and 14% studied beyond class 9. Only 9% girls did not have any education.

From our qualitative interviews, six of the 14 adolescent girls and young women who delayed marriage, expressed they were eager to earn more and become financially independent before getting married. Three of them had ambitions to pursue education and delay marriage, which was strongly encouraged by their parents, who also desired to gain social respect and status from educating their children.

These families were of the opinion that an educated daughter would lead to:

- Bringing more social status to their own families.
- Finding a suitable groom outside of the slum with a higher socio-economic status.

These changes in parental expectations indicate an underlying shift in social norms. A lot of the adolescent girls themselves are inspired by their unmarried role-models, who may be their peers, teachers, older unmarried NGO program staff they interact with.

"My parents are relatively more educated than most who live around us in the slum,
we have a reputation to uphold.
I can't imagine being involved with any boy from the slum;
I don't want to stay here for the rest of my life.
I study in college, I mingle with well-mannered boys,
and I want an educated husband who will give me a good life outside of the slum."

- Jasmin, 18-year-old adolescent girl

wk¶vMnY Ges Kg‡¶‡Î Kv‡Ri m‡hvM

জরিপে দেখা যায় যে, ঢাকা ও চট্টগ্রামের ২,১৩৬ জন মেয়ের মধ্যে, ৪৪% তাদের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে। বাকি অংশের, ৩৩% ক্লাস নাইন পর্যন্ত এবং ১৪% ক্লাস নাইনের পরেও আরো পড়ালেখা করেছে। মাত্র ৯% মেয়ে কোন পড়ালেখা করেনি।

গুণগত গবেষণায় অংশ নেয়া ১৪ জন কিশোরী এবং অল্পবয়সী নারী যারা দেরিতে বিয়ে করেছে, তাদের মধ্যে ৬ জন জানিয়েছে যে বিয়ের আগে তারা আরো উপার্জন করতে চায় এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে চায়। তাদের মধ্যে ৩ জন পড়লেখা শেষ করে তারপরে বিয়ে করতে চায়। এতে তাদের বাবা-মায়েরাও অনেক উৎসাহ দেয়। কারণ তারা মনে করে, সন্তানদের শিক্ষিত করলে সামজে একটি সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করা যায়।

এইসব পরিবারের মতে, একজন শিক্ষিত মেয়ে:

- নিজের পরিবারের জন্য অধিক সামাজিক মর্যাদা নিয়ে আসবে।
- বস্তির বাইরে বাস করে এমন একজন ভাল বর খুঁজে নিতে পারবে যে কিনা তাদের চাইতে বেশী সামাজিক মর্যাদার অধিকারী।

অভিভাবকদের আকাঙ্ক্ষার এই ধরনের পরিবর্তন সামাজিক প্রথার বদলকে নির্দেশ করে। অনেক মেয়ে অবিবাহিত রোলমডেলদের দেখে উৎসাহিত হয়, যারা হয়তো তাদের সহপাঠী, শিক্ষক, অথবা এনজিও প্রকল্প কর্মী।

"আমার মা-বাবা বস্তির অনেকের চাইতে অপেক্ষাকৃত বেশি শিক্ষিত। এলাকায় আমাদের একটা সুনাম রয়েছে।
এটা আমাদেরকে বজায় রেখে চলতে হয়।
আমি ভাবতেই পারিনা বস্তির কোন ছেলের সাথে আমার সম্পর্ক হবে।
আমি বাকি জীবন এখানে থাকতে চাই না।
আমি কলেজে পড়ি, ভদ্র ছেলেদের সাথে মিশি,
এবং আমি এমন একজন শিক্ষিত-ভদ্র স্বামী চাই, যে আমাকে বস্তির বাইরে একটি সুন্দর জীবন দিবে।"

- জেসমিন, ১৮ বছরের কিশোরী

Choosing Independent Earnings over Marriage

Munia, 19 years old, has been living in the slums with her family since birth. The eldest of three, Munia's mother was abandoned by her husband, a rickshaw puller, who left her for another woman when Munia and her siblings were very young. Soon afterwards, her mother furtively got married to the local Kabiraj (traditional healer), moved in with him, and left her children with their maternal grandmother. The hardships faced by her mother has made Munia wary of the dangers of marriage. Seeing her own mother struggle in both of her marriages, Munia has no desire of getting married.

"It doesn't take long for men to show their true colours;
he (stepfather) and my mother fight often.
He beats up my mother when they fight,
I never want that to happen to me."

When Munia was 16, she acquired a false birth registration card which has her at age 18, so that she could take up a job in a garments manufacturing factory. She has been working and earning since. She earns to provide both for herself and for her siblings. With her help, her youngest brother is now studying in a residential *Madrasah*, a school for Islamic education. She lives a simple life and saves up from what she earns after paying for the family expenses. She has a savings account in Islami bank, which she considers as financial security for the future.

Despite the lack of support from her family, Munia did not succumb to the socio-cultural pressures of getting married early. She takes responsibility of her two siblings in a way that her parents did not, and is determined to save up for a better future.

we‡qi PvB‡Z wb‡Ri ¯vaxb DcvRb‡K cavb¨ t`qv

১৯ বছরের মুনিয়া জন্মের পর থেকেই তার পরিবারের সাথে বস্তিতে বসবাস করে আসছে। তিন ভাইবোনের মধ্যে মুনিয়া সবার বড়। তারা যখন অনেক ছোট ছিল, তখন মুনিয়ার রিকশাচালক বাবা তাদের মাকে ফেলে অন্য এক নারীর সাথে চলে যায়। এর পরপরই, তাদের মা স্থানীয় এক কবিরাজকে গোপনে বিয়ে করে তার বাড়িতে চলে যায়, এবং তার সন্তানদের তাদের নানীর কাছে রেখে যায়। সেখানেও তার মায়ের কোন সুখ হয় না, কারণ তার এই স্বামী তাকে মারধোর করতো। নিজের বিয়ে নিয়ে মুনিয়া তাই খুবই চিন্তিত, কারণ সে দেখেছে যে, মায়ের দুটি বিয়ের কোনটিই সুখের হয়নি। তার মায়ের দুরবস্থা দেখে সে আর বিয়ে করতেই চায় না ।

"পুরুষদের তাদের আসল চেহারা দেখাতে বেশি সময় লাগেনা;
সে (সৎ বাবা) আর আমার মা প্রায়ই ঝগড়া করে।
ঝগড়া করার সময় সে আমার মাকে মারে,
আমি চাইনা আমার সাথেও এমন হোক।"

মুনিয়ার যখন ১৬ বছর বয়স তখন সে গার্মেন্টস কারখানায় চাকরি নেয়ার জন্য একটি নকল জন্ম নিবন্ধন কার্ড যোগাড় করে যেখানে তার বয়স ১৮ বছর উল্লেখ ছিল। তারপর থেকে সে কাজ করছে এবং উপার্জন করছে। সে নিজের জন্য এবং তার ভাই-বোনদের জন্য উপার্জন করছে। তার সবচেয়ে ছোট ভাই তার সাহায্য নিয়ে একটি আবাসিক মাদ্রাসায় পড়ছে। সে খুব সাধারণ জীবন-যাপন করে এবং সংসারে খরচের পরে যা থাকে, তা থেকে সঞ্চয় করে। ইসলামী ব্যাংকে তার একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে, যাকে সে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বলে মনে করে।

যদিও তার জীবনে কোন পারিবারিক সমর্থন ছিলো না, তারপরেও সে অল্প বয়সে বিয়ে করার সামাজিক প্রথার কাছে হার স্বীকার করে নি। বরং সে তার দুই ভাই-বোনের দায়িত্ব এমনভাবে নিয়েছে যা তার অভিভাবকেরাও নেয়নি। সে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে যাচ্ছে।

"I live a good life now. I want to remain like this.
I go to work, eat, and have a good night's sleep. I don't have to do chores.
If I get married, I will need to all of the chores, and on top of that, I will be beaten by my husband...
marriage means the end of a girl's life. I've seen it happen to friends and people around me.
Wives can't do anything without the husband's permission..."

- Rehana, 18-years-old, whose mother remarried and lives separately.
Rehana lives with her grandmother in the slum and looks after her younger siblings

---

"আমার জীবনটা এখন সুন্দর। আমি এইভাবেই থাকতে চাই।
আমি কাজে যাই, খাই-দাই, এবং রাতে আরামে ঘুমাই। আমাকে ঘরের কাজ করতে হয়না।
যদি আমি বিয়ে করি, আমাকে সব ধরনের ঘরের কাজ করতে হবে, এবং তার উপর আমার স্বামী আমাকে মারবে...
বিয়ে মানে হলো মেয়েদের জীবন শেষ। আমি আমার বন্ধু-বান্ধব ও আশেপাশের মানুষের সাথে এমন হতে দেখেছি।
স্বামীদের অনুমতি ছাড়া স্ত্রীরা কিছুই করতে পারেনা..."

- রেহানা, ১৮ বছর, যার মা আবার বিয়ে করেছে এবং আলাদা থাকে।
রেহানা তার দাদির সাথে বস্তিতে থাকে এবং ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা করে।

A 22-year-old unmarried woman from Chattogram named Binthi spoke to us:

"My standard is this: the boy needs to be a graduate, maybe BSc or Masters.
When I was in class 9, someone from the army came with a proposal,
but my father said his daughter was still young and that I should wait.
My mother prefers being educated and wants me to study and this was her wish.
My paternal grandparents were forcing us to accept the proposal,
but we did not consider it since I was still in school."

Binthi currently holds a Diploma in Architectural Interior Design and does freelance work in 3D Studio Max from her laptop from their house in a slum in Dhaka. Her father is a businessman and mother is a homemaker. Her family owns a land inside Chattogram slum and is well-off compared to most of the families in the slum. She has an unmarried younger sister who is also over 18 years and is studying in college.

চট্টগ্রামের বিন্থি নামের ২২ বছর বয়সী একজন অবিবাহিত নারী আমাদের বলেছে:

"আমার পছন্দের মাপকাঠি একটাই: ছেলেটাকে গ্রাজুয়েট হতে হবে, হয় বিএসসি, না হয় মাস্টার্স।
আমি যখন ক্লাস নাইনে, আর্মি থেকে একজন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল,
কিন্তু আমার বাবা বলে যে, আমি অনেক ছোট, বিয়ের বয়স হয়নি এবং আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।
আমার মা চায় যে, আমি যাতে আরো পড়ালেখা করি, আর এটাই তার ইচ্ছা।
আমার দাদা-দাদী ঐ বিয়ের প্রস্তাবটি মেনে নেওয়ার জন্য অনেক চাপ দিচ্ছিল,
কিন্তু আমি তখনও স্কুলে পড়তাম, তাই আমরা তা মেনে নেই নাই।"

বিন্থির বর্তমানে আর্কিটেকচ্যারাল ইন্টেরিয়র ডিজাইনে একটি ডিপ্লোমা রয়েছে। সে চট্টগ্রামের একটি বস্তিতে থেকেও বাসায় বসে নিজের ল্যাপটপের মাধ্যমে ৩ডি স্টুডিও ম্যাক্স ব্যবহার করে ফ্রিল্যান্স কাজ করে। তার বাবা একজন ব্যবসায়ী আর মা গৃহিনী। বস্তিতে তাদের এক খন্ড জমি রয়েছে। বস্তির অন্যান্য বাসিন্দাদের চেয়ে তারা তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল। তার একজন কলেজ পড়ুয়া অবিবাহিত ছোট বোন আছে, যার বয়সও ১৮ বছর পেরিয়ে গেছে।

No Choice but to Delay Marriage

Adolescent girls living in slums are typically expected to marry early and have children. Therefore it is not surprising that many adolescent girls shared their dreams about their wedding dates, desirable grooms, future children and life after marriage where they wanted to be taken care of.

Eight out of 14 girls shared their disappointments and frustrations that they were unmarried until their 18 years of age. Some of the reasons for delayed marriage were attributed to having “dark skin”, “being overweight” or “very short”. Some of the others shared that they had financial obligations and needed to contribute to their families, and others were unable to afford the dowry demands by potential suitors and their families.

Dowry is generally, the money, goods, or estate that a woman or her family brings forth to the marriage to meet the demands of the groom or groom’s family. It contrasts with bride price, which is paid to the bride's parents, and dower, which is property settled on the bride herself by the groom at the time of marriage[2]. In Bangladesh, the price of the dowry often increases with the age of the young women[3]. Dowry is now called as “gifts for the groom and his family”; it is the same tradition with a different name.

In urban spaces, as the adolescent girls get older, many of them become the primary rice-winners for their families in cases where the male family members choose not to work and neglect family responsibilities. As a result, these girls’ marriages are delayed and some of them worry about how they are perceived in their own locality.

[2]Khan, S.R., (2001) The Socio-legal Status of Bangali Women in Bangladesh: Implications for Development. University Press.

[3]Bates, L.M., Schuler, S.R., Islam, F. and Islam, M.K. (2004) Socioeconomic Factors and Processes associated with Domestic Violence in Rural Bangladesh. International Family Planning Perspectives, pp.190-199.

B”Qv bv _vKv m‡ZI we‡q Ki‡Z ‡`wi nIqv

সাধারণত আশা করা হয় যে, বস্তিতে বসবাসরত কিশোরীরা অল্পবয়সে বিয়ে করবে এবং তাড়াতাড়ি সন্তান নিবে। তাই তাদের জীবনের স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ নিয়ে আকাঙ্ক্ষা মূলত বিয়ে, সম্ভাব্য পাত্র, কবে বিয়ে করবে, ভবিষ্যত সন্তান-সন্ততি, তার সংসার কেমন হবে এসব ঘিরে হওয়াটা আশ্চর্যের বিষয় নয়।

তবে, ১৮ এর পরে বিয়ে করেছে বা ১৮ এর পরে এখনও বিয়ে করেনি এমন ১৪ জনের মধ্যে আট জন মেয়ে তাদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার বিষয়ে হতাশা ও নৈরাশ্যের কথা বলেছে। তাদের বিয়েতে দেরি হওয়ার কয়েকটি কারণের মধ্যে রয়েছে “কালো রং”, “মোটা” বা “বেটে হওয়া”। বাকিদের মধ্যে কয়েকজন বলেছে যে, তাদের অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং তাদের পরিবারকে সাহায্য করতে হয়।

বাকিরা সম্ভাব্য পাত্র ও তাদের পরিবারের যৌতুকের দাবী মেটাতে পারেনি। সাধারণভাবে যৌতুক হলো, একজন সম্ভাব্য পাত্র ও তার পরিবারের দাবী করা টাকা, তৈজসপত্র, বা সম্পত্তি, যা একজন নারী বা তার পরিবারকে বিয়ের সময় বা পরে পাত্র অথবা পাত্রের পরিবারকে দিতে হয়। অন্যদিকে পণ (ব্রাইড প্রাইজ) হলো, সেই অর্থ বা সম্পত্তি যা বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ মেয়ের পরিবারকে দেয়২। আবার বিয়ের সময় পাত্র যে অর্থ পাত্রীতে দেয় বা দেয়ার অঙ্গীকার করে সেটাকে দেনমোহর বলে [2]। কিন্তু যৌতুক প্রথা এই দুটি প্রথার সাথে সাংঘর্ষিক। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মেয়েদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিয়ের সময় যৌতুকের মূল্য বৃদ্ধি পায় [3]। যৌতুককে এখন বলা হয় 'পাত্র ও তার পরিবারের জন্য উপহার'; যা একই ব্যবস্থার অন্য নাম।

শহরের পরিস্থিতিতে, যেখানে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা কাজ করতে চায় না এবং পারিবারিক দায়িত্বসমূহকে উপেক্ষা করে, সে সব পরিবারের অনেক মেয়েরাই তাদের পরিবারের জন্য প্রধান উপার্জনকারীর দায়িত্ব নেয়। এর ফলে, এইসব মেয়েদের বিয়েতে দেরি হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই সমাজে তাদেরকে কিভাবে দেখা হচ্ছে এ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

[2]Khan, S.R., (2001) The Socio-legal Status of Bangali Women in Bangladesh: Implications for Development. University Press.

[3]Bates, L.M., Schuler, S.R., Islam, F. and Islam, M.K. (2004) Socioeconomic Factors and Processes associated with Domestic Violence in Rural Bangladesh. International Family Planning Perspectives, pp.190-199.

Paira, now aged 25, shifted to Dhaka from Khulna at the age of three, when her parents moved to Dhaka in search for better employment opportunities. Paira comes from a rather large family with five siblings, her mother is a housewife while her father works as a mosaic layer. After her eldest sister got married and settled in Khulna, Paira and her two elder sisters were only able to continue their studies till class 5. Soon, they had to start working in a garments manufacturing factory in order to provide financial support for her parents.

According to Paira, her father wasn't the type who worked hard to secure his daughters' futures, and her sisters were encouraged to work to save up a good sum of money for bearing their own marriage expenses and dowry. Paira said most grooms and their families prefer a girl from a more well-to-do family, since the dowry and chances of financial support will be better, and will also improve the groom's quality of life.

Since Paira and her sisters contribute to the family's income, they were never pressured to get married once the proposals started to arrive. In addition, to save up substantial money for wedding costs and dowry, they needed more time. This had a pitfall of its own, since the chances of finding a good suitor become slim as the girls become older.

Although Paira's family made several attempts through relatives and professional matchmakers, they could not find good suitors for her sisters. The matchmaker kept bringing in proposals from older men, divorced men, and men from families of ill repute. Meanwhile, her parents maintained that they will marry off the older daughters first, and then the younger ones, no matter how long it took.

After some time, two of Paira's elder sisters were married at the age of 30 and then finally came Paira's turn came. However, she says, with grief:

"Since I am not well-educated and do not have any money saved up,
there aren't that many good families who approach me for marriage.
I wanted to get married since I was 20 but,
I feel there's no hope for me anymore."

২৫ বছর বয়সী পায়রা, তার ৩ বছর বয়সে মা-বাবার সাথে খুলনা থেকে ঢাকায় আসে। সে সময় তার বাবা-মা একটি ভাল কাজের খোঁজ করছিল। পায়রার আরো ৫ ভাইবোন ছিল। তার মা একজন গৃহিণী এবং বাবা মোজাইক মিস্ত্রির কাজ করেন। খুলনাতে তার বড় বোনের বিয়ে হয় এবং সে সেখানেই থেকে যায়। বস্তিতে পায়রা ও তার অন্য দুই বড় বোনের পড়ালেখা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এসে থেমে যায়। কারণ, তাদের মা-বাবাকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য তাদেরকে একটি তৈরি পোষাক কারখানায় কাজ নিতে হয়।

পায়রার মতে, তার বাবা তার মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন চিন্তাভাবনা করেনি, আর তাই তার বোনদের নিজেদের বিয়ে ও যৌতুকের খরচ যোগাড়ের জন্য চাকরি করতে উৎসাহ দেয়া হয়। পায়রা জানায়, বেশিরভাগ পাত্র ও তার পরিবার যৌতুক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা লাভ এবং অধিকতর উন্নত জীবন-যাপনের আশায় অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারের পাত্রী বিয়ে করতে চায়। যেহেতু পায়রা ও তার বোনেরা পারিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করছিল, সে কারণে বিভিন্ন সময়ে বিয়ের প্রস্তাব আসলেও, তাদেরকে কখনো বিয়ের জন্য চাপ দেয়া হয়নি। এছাড়াও, বিয়ে ও যৌতুকের জন্য বাড়তি টাকা যোগাড়ের জন্য তাদের আরো সময়ের প্রয়োজন ছিল। এতে আবার অন্য ধরণের একটি সমস্যার তৈরী হয়। কারণ, মেয়েদের বয়স যত বাড়ে, ভাল পাত্র পাওয়ার সুযোগ তত কমে।

যদিও তাদের আত্মীয়-স্বজন ও ঘটকের মাধ্যমে পায়রার পরিবার তাদের বিয়ের জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, তবু তার বোনদের জন্য ভাল পাত্র পাওয়া যায়নি। ঘটক যেসব পাত্রের প্রস্তাব আনে, তাদের কারো বয়স বেশী, কেউবা তালাকপ্রাপ্ত, অথবা তাদের পরিবারের বদনাম রয়েছে। আবার মা-বাবা চাইছিল যে, তাদের বড় মেয়েদের বিয়ে আগে হবে এবং এরপর যতদিনই লাগুক, পরে ছোট মেয়েদের বিয়ে হবে। পরে, ৩০ বছর বয়সে পায়রার বড় দুই বোনের বিয়ে হয় এবং এরপরেই পায়রার সময় আসে। কিন্তু পায়রা দুঃখ নিয়ে বলে:

"যেহেতু আমি বেশী পড়ালেখা করি নাই এবং আমার কোন সঞ্চয় নাই,
আমাকে বিয়ে করার জন্য তেমন কোন ভাল পরিবার থেকে প্রস্তাব আসে না।
২০ বছর বয়স থেকেই আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম,
কিন্তু আমার মনে হয়, এখন ভাল বিয়ের আর কোন আশা নাই।"

ISPAHANI

Stigma of Delaying Marriage

As a result of being single beyond the median marriage age of 16, these young women are often taunted. They are called *"bura meye"* (old hag) and *"abiyatta"* (old maid/spinster). More often than not, the general attitude is to blame the girl for not getting married or imply that something must be wrong with her, *"meyer dosh ache"*.

we‡q‡Z we j¤RwbZ mvgvwRK jvÃbv

একটা মেয়ের বয়স ১৬ বছর (বস্তিতে বিয়ের গড় বয়স) পার হয়ে যাবার পরও বিয়ে না হলে, সমাজের লোকজন তাকে নিয়ে নানা উপহাস করে। তাদেরকে, 'বুড়ি মেয়ে' এবং 'আবিয়াইত্তা' ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। বেশিরভাগ সময়ে, মেয়েদের বিয়ে না হলে সেই মেয়েটাকেই সাধারণত দোষারোপ করা হয় এবং বলা হয় যে, তার স্বভাব খারাপ, 'মেয়ের দোষ আছে'।

Keya is a 22 year old unmarried young woman from Dhaka. She has two brothers and parents. Her mother is a housewife and father is a van driver. Her father had small business before but had an unfortunate accident in business hence took upon driving. Her parents are not educated and can only write their names. Keya Studied up to class 8. She dropped out of school because of financial struggles, her parents decided it was not worth investing in their daughter's education and rather let her work in garment factories for the added income. After working as a garment worker for a long time, she is now an independent tailor at home after buying a sewing machine. She doesn't work regularly as she is sick; had her appendix removed. She earns approximately 2,000 taka per month.

Previously, she used to get a lot of marriage proposals starting from age 10. However, the number decreased gradually and she is still unmarried at 22. She used to refuse the proposals before as the prospective grooms did not match her expectations in terms of education, personality, or sometimes she did not match the groom's expectations. She blames herself for the delay in her marriage, "*beshi bachbichar korsi*" (I was being too picky). Keya said a few of her suitors eventually chose to marry other girls who were younger than her.

As Keya became older, insulting nicknames such as, abiyatta and bin-biyai (spinster), stuck to her; her neighbors frequently shout out and taunt her when she steps out of her house. Gossip stretches so far as to accuse her of being possessed by a supernatural force, *djinn* (evil spirit), which further hinders Keya from getting marriage proposals.

She laments that, in reality, the social shaming and endless gossip have forever tarnished her reputation and ruined all chances of her getting married.

কেয়া ঢাকায় বসবাসরত ২২ বছর বয়সী একজন অবিবাহিত অল্পবয়সী নারী। তার দুই ভাই এবং মা-বাবা আছে। তার মা একজন গৃহিণী এবং বাবা ভ্যান চালক। তার বাবার আগে ছোট-খাটো একটি ব্যবসা ছিল। কিন্তু ব্যবসায় একটি দুর্ঘটনার পরে সে এখন ভ্যান চালায়। তার মা-বাবা পড়ালেখা জানে না, শুধুমাত্র নাম লিখতে পারে। কেয়া ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে। দারিদ্রের কারণে তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তার মা-বাবা সংসারের বাড়তি আয়ের জন্য তাকে গার্মেন্টিস্ কারখানার কাজে দেয়। সে অনেকদিন গার্মেন্টেস কারখানায় কাজ করেছে। এখন সে একটি সেলাই মেশিন কিনে বাসায় বসেই স্বাধীনভাবে দর্জির কাজ করে কিন্তু তার এপেনডিক্স অপারেশন করার কারণে সে এখন অসুস্থ, তাই নিয়মিত কাজ করতে পারে না। সে প্রতি মাসে প্রায় ২,০০০ টাকার মত আয় করে।

দশ বছর বয়স থেকেই তার জন্য প্রচুর বিয়ের প্রস্তাব আসা শুরু করে। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রস্তাব আসার পরিমাণ কমে যায় এবং এই ২২ বছর বয়সেও সে অবিবাহিত আছে। প্রথম দিকে, সে অনেক ছেলের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে, কারণ, সে সব পাত্রের শিক্ষা বা ব্যক্তিত্ব তার আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে মিলে নাই। আবার তাকেও অনেক পাত্র পছন্দ করে নাই কারণ, পাত্রের আশার সাথে মিলে নাই। এই করতে করতে তার বিয়ে দেরী হয়ে গেছে। এখন তার বিয়ে না হওয়ার জন্য সে নিজেকেই দোষারোপ করে, "*বেশি বাছবিচার করছি*"। কেয়া বলেছে, তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুত কিছু পাত্র শেষ পর্যন্ত অন্য মেয়েদের বিয়ে করেছে, যারা তার থেকে বয়সে অনেক ছোট।

কেয়ার বয়স যত বেড়েছে, 'আবিয়াইত্তা' এবং 'বিন-বিয়াই'-এর মত উপহাসের নামগুলো তার সাথে সেঁটে গেছে। সে ঘর থেকে বের হলেই আশেপাশের লোকজন তাকে জোরে জোরে ঐসব নামে ডাকে এবং উপহাস করে। এমনকি গুজবও রটে যে, তাকে 'জিনে' ধরেছে। এ কারণে তার বিয়ের প্রস্তাব আসাও কমে যায়।

সে খুব দুঃখ করে জানায়, এইসব উপহাস, আজেবাজে গুজব, তার মান-সম্মান ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে এবং তার বিয়ে হওয়ার যতটুকু সম্ভাবনা ছিল, সব একদম ধ্বংস করে দিয়েছে।

Aklima, an unmarried 18-year-old RMG worker told us:

"I work in a garments factory with my mother for over three years now...
no one in my village knows that I work;
they think girls who work outside of the home have 'loose character'.
Now, my parents are trying to arrange my marriage with a boy who lives abroad,
but they forbade me to disclose to the boy's family that I have a job.
If I do, they will take their proposal elsewhere."

Aklima explains that working late triggers suspicions of secret affairs, often instigated by prying neighbors, and the adolescent girls are often referred to as "*loose meye*", which means being promiscuous. The act of spending their own money on themselves i.e. buying clothes and accessories, or going out with friends is seen as being "*behishabi*" (careless about saving). These traits are not typically desired by males when choosing brides.

আকলিমা নামের ১৮ বছরের অবিবাহিত একজন গার্মেন্টস কর্মী আমাদের বলেছে:

"আমি তিন বছরের উপরে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে আমার মায়ের সাথে কাজ করি...
আমি যে কাজ করি তা আমার গ্রামের কেউ জানেনা; তারা মনে করে, যেসব মেয়েরা ঘরের বাইরে কাজ করে তাদের 'চরিত্র খারাপ'।
এখন আমার মা-বাবা এক ছেলের সাথে আমার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে যে বিদেশে থাকে,
কিন্তু আমাকে তারা সাবধান করেছে, যাতে পাত্রের পরিবার জানতে না পারে যে আমি গার্মেন্টস এ চাকরি করি।
আমি যদি জানাই, তাহলে তারা প্রস্তাব ফিরিয়ে নিবে।"

আকলিমা জানায়, কাজ থেকে দেরি করে ফিরলে আশেপাশের লোকজন সন্দেহ করে যে, তার হয়তো কোন গোপন প্রেমের সম্পর্ক আছে। প্রতিবেশীরা তাদেরকে অনেক আজেবাজে বলে, যেমন - 'লুজ মেয়ে' (খারাপ চরিত্রের মেয়ে) ও উচ্ছৃঙ্খল। তারা যদি নিজেদের টাকা নিজেদের কাজে খরচ করে, যেমন - পোষাক বা অন্যান্য দরকারি জিনিষ কেনা, বা বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাওয়া, তবে তাদেরকে বেহিসাবী হিসেবে ডাকা হয়। একজন মেয়েকে বিয়ের পাত্রী হিসেবে পছন্দ করার জন্য এসকল বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত পুরুষেরা পছন্দ করেনা।

Pressure of being a Rice-winner and Delaying Marriage

We encountered adolescent girls and young women who have been working for several years and would like to take a break and have a less stressful domestic life.

Mou is a 22-year-old unmarried young woman, who works 12-hour shifts, six days a week over the last nine years in Dhaka. She lost her father when she was only 13, dropped out of school, and by using a fake birth certificates, she began working as a temporary employee at a local garments factory. Since then, she has been the sole rice-winner of the family, and looks after her mother and two younger brothers who are now in classes five and eight respectively.

She dreams to - *"One day buy land in the village and build a house for ourselves so we don't always have to live here."*

Something she thinks her father would have done for the family, had he been alive. Towards the end of our conversation, Mou talks about the type of traits she desires in a husband:

"I wish for a rich husband, so I wouldn't have to work again a single day of my life."

Of the few garment workers we interviewed, Mou was not an exception. For adolescent girls working in garment factories, it was clear that the fatigue of working long hours and providing for their families catches up to them. Many of them were prepared to quit working once they find a rich husband and can start living a domesticated, stay-at-home life.

cwie‡ii fiY‡cvl‡Yi `wqZcvj‡bi Pvc Ges we‡q‡Z †`ix nIqv

আমাদের এমন অনেক কিশোরী এবং অল্পবয়স্ক নারীর সাথে দেখা হয়েছে যারা কয়েক বছর ধরেই আয়মূলক কাজে যুক্ত আছেন। কিন্তু বর্তমানে তাদের অনেকেই এই কর্মজীবন এবং পারিবারিক ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে নিতে ক্লান্ত। তারা তাদের এই ক্লান্তিকর জীবন থেকে বিরতি নিতে চান। তারা একটি তুলনামূলক কম চাপের সাংসারিক জীবন চান।

মৌ নগর বস্তিতে বসবাসরত একজন ২২ বছর বয়সী অবিবাহিত নারী। সে ঢাকায় গত নয় বছর ধরে সপ্তাহের ৬ দিনই ১২ ঘণ্টা শিফটে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বাবাকে হারানোর পর তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, সমাপ্তি ঘটে তার পড়াশুনার। পরবর্তীতে, নকল জন্মসনদের মাধ্যমে একটি স্থানীয় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করে সে। তখন থেকেই সে তার পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী। সংসারে তার মা এবং ছোট দুই ভাই আছে, যাদের একজন ক্লাশ ফাইভে এবং অন্যজন ক্লাশ এইটে পড়ে। এদের সকলের দেখাশোনার দায়িত্বও তার।

সে স্বপ্ন দেখে - *"কদিন আমি আমাদের গ্রামে জমি কিনব এবং আমাদের নিজেদের বাড়ি বানাবো, যাতে আমাদের এইখানে (বস্তিতে) সারাজীবন থাকতে না হয়।"*

মাঝেমাঝে সে ভাবে, তার বাবা বেঁচে থাকলে তিনিও তার মত করেই ভাবতেন, এমনটাই করতে চাইতেন। কথার শেষ পর্যায়ে, মৌ তার স্বামীর মাঝে কি কি গুন বা বৈশিষ্ট্য দেখতে চায় সেগুলো নিয়ে কথা বলে: *"আমি একজন ধনী স্বামী চাই, যেন আমাকে বিয়ের পর সারা জীবন আর একদিনও কাজ করতে না হয়।"*

আমরা অল্প যে কয়েকজন গার্মেন্টস কর্মীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাদের মাঝে মৌ কোন ব্যতিক্রম ছিল না। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কর্মরত কিশোরীদের ক্ষেত্রে এটা সুস্পষ্ট যে, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা এবং কাজ করার অবসাদ এবং পরিবারের ভরণপোষণ যোগানোর চাপে তারা একসময় ক্লান্ত হয়ে যায়। তাদের মাঝে অনেকেই একজন সচ্ছল স্বামী পেলেই চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সাংসারিক এবং গৃহিণী হয়ে জীবন শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

Changing Aspirations and Negotiating Agency

cwieZbkxj AvKv•¶v Ges ev¯evq‡bi m¶gZv

Despite the challenges adolescent girls and young women face in these urban slums, many of these girls are strong-willed and express high aspirations to study more and have financial independence. Our research found that despite being subjected to child marriage, many of these girls continue to negotiate their agency in pursuing education and work and delaying pregnancy. In some cases, young girls also shared aspirations of getting married early and having a husband look after them.

From the 61 in-depth interviews we conducted with married and unmarried adolescent girls and young women, it was found that the path to their dreams is often riddled with tensions and obstacles, as they navigate and negotiate new spaces for themselves. The following narratives have been selected to reflect the journeys these adolescent girls and young women face, given the pressures to maintain social norms. However, despite these constraints, some of them have carved out a space for themselves challenging traditional roles and expectations in the community.

নগরবস্তিতে বসবাসরত যেসকল কিশোরী এবং অল্পবয়সী নারী রয়েছে তাদের অনেকের মাঝেই শত বাধা ও সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আরও পড়াশুনা করার এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার দৃঢ় অভিপ্রায় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও অনেক মেয়েরা পড়াশোনা বা কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত তাদের পরিবারের সাথে আলোচনা করে যাচ্ছে এবং বাচ্চা নেওয়ার ক্ষেত্রে দেরী করছে। তবে কিছু ক্ষেত্রেও অনেকে অবশ্য এটাও জানিয়েছে যে তারা আগেভাগেই বিয়ে করতে চায় এবং তারা চায় তাদের দেখাশোনার জন্য একজন স্বামী থাকুক।

বিবাহিত এবং অবিবাহিত কিশোরী এবং অল্পবয়সী নারীদের সাথে করা ৬১টি নিবিড় সাক্ষাৎকার হতে এটা দেখা যায় যে, এসকল কিশোরী এবং অল্পবয়সী নারীদের স্বপ্নের পথ প্রায়শই নানারকম দুশ্চিন্তা এবং বাঁধার জালে আবদ্ধ, কেননা তারা নিজেদের স্বপ্ন অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে, এমনকি সমাজের অনেক প্রথাগত ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে মতপ্রকাশ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পরবর্তী ন্যারেটিভগুলোতে সমাজের নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে এইসকল কিশোরী এবং অল্পবয়সী নারীদের এই যাত্রাটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখা যায় যে, এই সকল বাঁধা সত্ত্বেও, তাদের মাঝে কেউ কেউ সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং প্রথাগত নিয়ম রীতির তোয়াক্কা না করে নিজস্ব একটা পরিসর তৈরি করে নিয়েছে।

Aspirations to Study and Work Despite Child Marriage

Rupa, featured earlier in the section Dynamics of Child Marriage (page 65), turned the situation around for herself even though she was emotionally blackmailed into child marriage by her lover at the age of 15.

From the first time we spoke to Rupa, she has continued to pursue her studies in Bachelor of Business Studies 1st year in a government college in Dhaka. She is also working in several jobs, including teaching at BRAC pre-primary school and providing private tutoring to students.

It has been a year since our first interview with Rupa; she now has a 2 month old baby whom she nurses while she prepares for her Honours 1st year Accounting exams. In addition, she spends some time conducting program activities for a local NGO, which helps raise awareness on child marriage and violence against women. She is confident, and financially independent. Her husband is exploring opportunities for labour work abroad, and Rupa shared that she wants to ensure her own financial security without depending on anyone.

It is important to note that even though Rupa's father was a local influential leader, there was very little her family could have done to protect their reputation, if her now husband (ex-lover) had gone ahead with his threats of suicide if they didn't give Rupa in marriage. Due to Rupa's father's support she has been able to continue her education, which is not that common for young girls in poorer families who are married early.

evj¨weevn m‡Ëi wk¶vMnY I KvR Kivi AvKv•¶v

রূপা, যার কথা বাল্যবিবাহের নানামুখী প্রেক্ষাপট সেকশনে আলোচনা করা হয়েছে (পৃষ্ঠা-৬৫), সে তার অবস্থার পরিবর্তন করতে পেরেছিল যদিও মাত্র ১৫ বছর বয়সে তার প্রেমিক তাকে বিভিন্ন ইমোশনাল হুমকি দিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য করেছিল।

প্রথমবার যখন আমরা রূপার সাথে কথা বলি, তখন থেকে সে ঢাকার একটি সরকারী কলেজে অনার্স প্রথম বর্ষে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পড়াশোনা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সে বিভিন্ন কাজের সাথেও যুক্ত ছিল, যেমন সে ব্র্যাকের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিল এবং পাশাপাশি বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীদের আলাদা করে প্রাইভেটও পড়াতো।

রূপার সাথে সাক্ষাৎকার নেয়ার প্রায় ১ বছর পরে আবার আমরা তার সাথে কথা বলি। তখন সে ২ মাস বয়সী একটি বাচ্চার মা, যাকে নিয়েই সে তার অনার্স প্রথম বর্ষের হিসাববিজ্ঞান পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। তাছাড়া স্থানীয় একটি এন.জি.ও প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথেও সে যুক্ত যেগুলো মূলত বাল্যবিবাহ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে। রুপা একজন আত্মবিশ্বাসী এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী মানুষ। তার স্বামী প্রবাসে কাজের সুযোগ খুঁজছিল। রূপা কারো উপর নির্ভর না করেই তার নিজের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায় বলে জানায়।

রূপার ভাষ্যমতে, রূপাকে যদি তার পরিবার তখন বিয়ে না দিত আর তার স্বামী (সাবেক প্রেমিক) যদি তার দেয়া হুমকি অনুযায়ী কাজ করত তবে তাদের পরিবারের সম্মান নষ্ট হত। এক্ষেত্রে, স্থানীয় প্রভাবশালী একজন নেতা হওয়া সত্ত্বেও রূপার বাবা তার পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে তেমন কিছুই করতে পারত না। বাবার সহায়তায় রূপা তার পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারছিল। অস্বচ্ছল পরিবারের অল্প বয়সের বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েদের ক্ষেত্রে এরকম খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না।

Aspirations for Marriage

Some adolescents pressure their parents to agree to child marriage through emotional blackmail and other strategies. This manner of negotiation is typical in cases where adolescent girls want to marry their boyfriends (vice versa), but the parents do not accept the match or feel their daughters aren't ready. The children then put pressure on their parents by eloping, or threatening to elope or commit suicide.

When asked about how and why Shorna got married at just 15, she recounted how her parents were left with no choice, but to accept her relationship and marry her off once they found out she had been physically intimate with a boy that they did not approve of. She stated:

> *"I planned and ran away one day from school to his friend's home.*
> *I called my parents after a day to let them know that*
> *I have been with him the whole night;*
> *they were furious but, their hands were tied,*
> *they accepted us anyway and got us married."*

we‡qi AvKv•¶v

কিছু কিছু কিশোরীরা তাদের বাবা-মাকে নানা কৌশলে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করে তাদের অল্পবয়সে বিয়ে করিয়ে দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। কিশোরীরা যখন তাদের প্রেমিককে বিয়ে করতে চায় (বা প্রেমিক যখন তাদের বিয়ে করতে চায়) কিন্তু তাদের পরিবার তাদের প্রেমিককে মেয়ের উপযুক্ত বলে মনে করে না বা তাদের মেয়ের বিয়ের বয়স হয়নি বলে বিয়েতে মত দিতে চায় না সেইসকল ক্ষেত্রেই এইরকম ঘটনাগুলো সাধারণত লক্ষ্য করা যায়। এরকম ক্ষেত্রে, ছেলেমেয়েরা সাধারণত পালিয়ে যায়, বা পালিয়ে যাবে বা আত্মহত্যা করবে বলে ভয় দেখিয়ে বাবা মাকে রাজী করানোর চেষ্টা করে।

মাত্র ১৫ বছর বয়সে কেন বিয়ে করেছিলে জিজ্ঞেস করায়, স্বর্ণা জানায় যে কিভাবে তার বাবা মা তার প্রেমিকের সাথে তার শারীরিক ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পেরে তার প্রেমের সম্পর্ক মেনে নিতে এবং তাদের বিয়ে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। যদিও তার বাবা মা তার প্রেমের বিরুদ্ধে ছিল। সে বলে:

"আমি আগেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম এবং সেই অনুযায়ী একদিন স্কুল থেকে
আমার (প্রেমিকের) বন্ধুর বাসায় পালিয়ে যাই।
একদিন পর আমি আমার বাবা মাকে ফোন করে জানাই যে আমি আমার বন্ধুর সাথে রাত কাটিয়েছি;
তারা তখন রেগে যায়, কিন্তু তাদের হাত বাঁধা ছিল,
তারা আমাদের মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং আমাদের বিয়ে দিয়ে দেয়।"

Choosing to Delay Pregnancy

On their wedding night, 16-year-old Mabia handed her husband, Raju a condom but, he refused to wear it.

"*Why would I not enjoy it with my wife? It's not like I am going elsewhere...*" - was her husband's reasoning.

He also explained how he wanted a child, which would help strengthen their marriage, and would also improve the relationship between his parents and Mabia. Raju's parents were not in favour of him marrying a woman of dark complexion.

The next day, Mabia went to a local pharmacy and bought her first birth-control pills. Since then, she has been secretly taking the pills without informing her husband and mother-in-law. She shared that her bhabi (neighbour's wife) informed her about the pills.

"*I keep them under my pillow, they don't need to know.*" - she shared with a smile.

Mabia was born an orphan, who attended four years of *Madrasa* schooling but dropped out due to incidences of sexual harassment from Hujurs (Islamic teachers). Regardless of the extreme difficulties of being an orphan, a school dropout, and being a victim of child marriage with no earnings of her own, we see her asserting herself and expressing her right to using birth-control.

‡`wi‡Z Mfavi‡Yi wm×vš

বিয়ের পর প্রথম রাতেই, ১৬ বছর বয়সী মাবিয়া তার স্বামী রাজুর হাতে কনডম দেয়। কিন্তু রাজু সেটা প্রত্যাখ্যান করে, ব্যবহার করবে না বলে জানায়।

"কেন আমি আমার স্ত্রীর যৌন সান্নিধ্য সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করব না? এমন তো না যে আমি অন্য কোথাও যাচ্ছি।"
- কারণ হিসেবে তার স্বামীর ব্যাখ্যাটা এরকমই ছিল।

তার স্বামী আরও বলে যে, সে একটি বাচ্চা চায় যা তাদের বিয়েটাকে আরও মজবুত করবে এবং মাবিয়ার সাথে তার বাবা মায়ের সম্পর্কেরও উন্নতি হবে। উল্লেখ্য যে, মাবিয়ার গায়ের রং কালো হওয়ায় রাজুর বাবা মায়ের তাদের বিয়েতে মত ছিল না।

পরের দিন, মাবিয়া স্থানীয় একটি ঔষধের দোকানে যায় এবং তার জীবনে প্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি কিনে আনে। তখন থেকেই সে তার স্বামী এবং শাশুড়িকে না জানিয়ে গোপনে বড়ি খাচ্ছে। সে জানায় যে, তার ভাবী (প্রতিবেশীর স্ত্রী) তাকে পিলের বিষয়ে জানিয়েছিল।

একটু হেসে সে জানায় - *"আমি সেগুলো আমার বালিশের নিচে রাখি, যেন কেউ জানতে না পারে।"*

মাবিয়া ছিল অনাথ। ৪ বছর মাদ্রাসায় পড়াশুনা করার মাঝেই সে মাদ্রাসার হুজুর দ্বারা যৌন হয়রানীর শিকার হয় এবং বাধ্য হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। অনাথ, স্কুল থেকে ঝরে পরা, বাল্যবিবাহের শিকার, তার উপর নেই কোন নিজস্ব আয় উপার্জন- এতসব প্রতিকুলতার পরেও আমরা মাবিয়াকে দেখতে পাই জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ব্যবহারের মাধ্যমে সে তার অধিকারের প্রকাশ এবং চর্চা করছে।

Choosing to be an Electrical Engineer

Sania is a 17 year old adolescent girl who studies in class 9. Despite the social insecurities within the slum, she walks to school on her own since none of her schoolmates live close by. Compared to others in the slum, her family is better off financially as her mother works in a garment factory as a senior operator and her father works in a jute mill. She is second among three siblings, her younger sister got a scholarship from BRAC and studies in class 6. Her brother is in class 12 and works with her father in the same jute mill.

After finishing class 8 she wanted to do something different and chose to go for vocational training in electrical engineering. Although she was enrolled in beauty care training she was not interested and wanted to enroll in electrical engineering with her brother. Her mother did not agree to it, however Sania convinced her that the beauty care area will be filled with women, but not the electrical engineering field. She boasted that in Chattogram, she would be one of the few, because female electrical engineers are not common. Her mother agreed and Sania received 1 year vocational training in electrical engineering from a local NGO. The training was free and they received conveyance fee from the NGO. Later she worked in Abul Khair Steel Mill for 6 months before starting class 9. She stated,

"There were only 2 types of technical trainings...
for girls, the training comprised of nursing, beauty care, tailoring...
and for the boy's they had training on electrical engineering.
Then I thought that it's not fair for me to attend the girl's sessions all the time as everyone is doing it,
I have to attend the boy's session because it seemed interesting."

B‡j±K¨vj BwÄwbqvi nIqvi wm×vš

আমরা যখন সানিয়ার (১৭ বছর) সাক্ষাৎকার নিই তখন সে ক্লাশ নাইনে পড়ে। বস্তির অভ্যন্তরীণ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা সত্ত্বেও সে একাই হেঁটে স্কুলে যায়, তার কোন সহপাঠী তার আশে পাশে বসবাসও করে না। সে জানায় যে বস্তিতে বসবাসকারী অন্যান্যদের তুলনায় তাদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালই। তার মা একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে সিনিয়র অপারেটর হিসেবে কাজ করে এবং তার বাবা একটি জুটমিলে কাজ করে। তিন ভাইবোনের মাঝে সে দ্বিতীয়, তার ছোট বোন ব্র্যাক থেকে বৃত্তি পেয়েছে এবং এখন সে ক্লাশ সিক্সে পড়ছে। তার ভাই দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছে এবং পাশাপাশি বাবার সাথে একই জুট মিলে কাজও করছে।

ক্লাশ এইট শেষ করে সানিয়া ভিন্ন কিছু করতে চেয়েছিল এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ কারিগরি প্রশিক্ষণ নিতে চেয়েছিল। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও সে পার্লারের প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু করে, যদিও তার ইচ্ছা ভাইয়ের সাথে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ যোগ দেয়ার। তার মা সেটা মেনে নিতে চাচ্ছিলেন না। অনেক অনুরোধের পর সানিয়া তার মাকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে পার্লারের এই সেক্টরে কাজের সুযোগ কম, কারণ এটা শীঘ্রই মেয়েদের দিয়ে পূর্ণ হয়ে যাবে কিন্তু ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ এমনটা হবে না। সে হবে চট্টগ্রামের গর্ব। যেহেতু নারী ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার খুব একটা নেই চট্টগ্রামে, সে হবে অল্প কয়েকজন নারী ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের মাঝে একজন। তার মা রাজী হয়ে যায় এবং সানিয়া স্থানীয় একটি এন.জি.ও হতে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ১ বছর মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এই প্রশিক্ষণটি ছিল সম্পূর্ণ ফ্রি। উপরন্তু এন.জি.ও থেকে তাদের যাতায়ত ভাতা প্রদান করা হত। পরবর্তীতে, নবম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার আগে সে আবুল খায়ের স্টিল মিলসে ৬ মাস কাজও করেছে। সে বলে,

"সেখানে ২ কারিগরির ট্রেইনিং ছিল...
মেয়েদের জন্য ছিল নার্সিং, বিউটি কেয়ার, এবং টেইলরিং...
এবং ছেলেদের জন্য ছিল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।
আমি ভাবলাম, সবাই করছে বলে আমাকেও মেয়েদের সেশনগুলো করতে হবে? এটা তো ঠিক না!
আমি ছেলেদের সেশনগুলো করব কারণ সেগুলোই আমার কাছে বেশি ইন্টারেস্টিং লাগছিল।"

Free from Abuse

Puja is a 20-year-old girl working at a beauty salon in Dhaka. Puja's father is a tea stall owner and mother is a home maker. She has two younger sisters. One is 17 years old and another is 16 years old. Puja has studied up to class 10 before marriage but did not sit for SSC exam.

Puja was married off when she was 15 years old and lived with her in-laws after marriage. Her mother-in-law abused her emotionally and verbally every day because they wanted Puja to look after her nephews and nieces (the children of her husband's sisters). She was also expected to do all the house chores for the entire family but Puja wanted to work and earn an income.

Her husband is a day labourer and does not work regularly which in turn places Puja in a vulnerable position. She lamented, *"My husband is the lazy type."*

As a result, she remains dependent on her in-laws for money. Puja needs to take permission from her husband to go outside and to purchase anything more than 100-200 taka. She felt the need for independent earnings and joined a livelihood training program seeking employment.

She secretly began to attend the training program when her husband was not home since he did not approve. After six months of training, she started working at a beauty parlour which was a bit far from home. Being a possessive and controlling husband, he would check the streets to see if there were any men waiting for her on the road.

After her father-in-law died, she saw the opportunity to be free of her mother-in-law's abuse and convinced her husband to move out of that house. It was easier for her to convince him as she was earning an income and financially independent. They moved to a separate house to live in. Now she feels free from being abused by her in-laws and shared that she has some control over her husband and her life, for now.

bcvob n‡Z g³

২০ বছর বয়সী পুজা ঢাকার একটি বিউটি সেলুনে কাজ করছে। পুজার বাবা একটি চায়ের দোকানের মালিক এবং তার মা গৃহিণী। তার ছোট দুই বোন আছে। একজনের বয়স ১৭ এবং অন্যজনের ১৬। বিয়ের আগে সে ক্লাশ টেন পর্যন্ত পড়তে পেরেছিল, যদিও এস.এস.সি পরীক্ষা দিতে পারেনি।

১৫ বছর বয়সে পুজার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর সে তার শশুরবাড়িতেই থাকে। তার শাশুড়ি চায়, সে তার স্বামীর দুই বোনের বাচ্চাদের দেখাশোনা করুক। এজন্য প্রতিদিনই পুজার শাশুড়ি তাকে কথা শুনায়। পরিবারের সকল কাজ পুজাই করবে বলে তারা আশা করে। কিন্তু পুজা চায় কাজ করে আয় উপার্জন করতে।

তার স্বামী একজন দিনমজুর এবং সে প্রতিদিন কাজে যায় না। পুজার যদি সংসারের খরচের জন্য কখনো টাকার প্রয়োজন হয় তবে তাকে তার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে চাইতে হয়। ঘরের বাইরে কোথাও যদি যাওয়ার দরকার হয় তবে পুজাকে তার স্বামীর অনুমতি নিতে হয়। এমনকি ১০০-২০০ টাকার বেশি খরচ হয় এমন কোনকিছু কিনতে হলেও পুজাকে তার স্বামীর কাছে জিজ্ঞেস করতে হয়। এজন্যই সে মরিয়া হয়ে নিজের জন্য কাজ খুঁজছিল এবং পরবর্তীতে কাজের সন্ধানে সে একটি জীবিকাসংস্থান মূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্পে যোগ দেয়।

দুঃখ করে পুজা বলে, *"আমার স্বামী হচ্ছে একটু অলস টাইপের।"*

পুজার স্বামী যখন বাড়িতে থাকে না, সে গোপনে তখন এই ট্রেইনিং এ যাওয়া শুরু করে। তার স্বামী খুব রেগে যেত যখন সে বাড়ি ফেরার পর পুজাকে বাড়িতে দেখত না। এজন্য পুজা খুব তাড়াতাড়ি ক্লাশ করে স্বামী বাড়ি ফেরার আগেই চলে আসত। ট্রেইনিং গ্রহণের ৬ মাস পরে সে একটি বিউটি পার্লারে কাজ করা শুরু করে যেটা ছিল তার বাসা থেকে একটু দূরে। তার স্বামী তাকে এতটাই নিয়ন্ত্রণ করতে চাইত যে তাদের বাসা থেকে পুজা যেই পার্লারে কাজ করতে যায় সেখানে যাওয়ার পথটাও সে দেখতে দেখতে যেত যে কোন ছেলে পুজার জন্য দাঁড়িয়ে আছে কিনা।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর পুজা তার শাশুড়ির অত্যাচার থেকে মুক্তির সুযোগ দেখতে পায় এবং সে তার স্বামীকে এই বাসা থেকে বের হয়ে আলাদা কোথাও চলে যাওয়ার জন্য বোঝানো শুরু করে। যেহেতু এখন সে নিজেই উপার্জন করছে এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী, ফলে সে তার স্বামীকে সহজেই রাজী করাতে পেরেছিল। তারা আলাদা বাসায় বসবাসের জন্য বের হয়ে যায়। এখন সে তার শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার থেকে মুক্ত। সে জানায়, এখন সে তার নিজের জীবন এবং অধিকন্তু তার স্বামীর উপরও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে।

Conclusion

Dcmsnvi

The lives of these adolescent girls are complex, and despite multiple constraints and challenges, our research finds that adolescent girls are tackling new expectations and opportunities as well as changing social norms; most also grapple with existing gender, social and cultural pressures in the urban spaces. Adolescent girls expressed aspirations and made choices which sometimes were based on pragmatic realities as well informed by their own desires and needs. While many are confronted with these tensions and dilemma, some of them also exert agency with boyfriends, husbands, and even parents in order to achieve what they want. Whether it is to marry someone of their choice or to not marry at all, to work, to study even after marriage; we encountered strong-willed adolescent girls overcoming family and community prejudices, backlash, and temporary setbacks while pursuing their goals.

Despite the hope and optimism expressed by many, factors such as poverty, crime, lack of any real options, both economic, social and romantic relationships, led many of the adolescent girls to marry early in the slums. Some delayed their marriages out of choice, while others were forced to due to household dynamics, economic pressures and the need to support themselves and/or their families.

What remains to be seen, however, is what the future holds for the adolescent girls who are choosing to delay marriages in pursuit of education and work. How will these opportunities change over time? With an income, savings and more skills, will hope that they be more empowered to negotiate their health and life decisions and choices that impact positively on their lives.

Many of the adolescent girls come from poor families in slums and households and they often do not have the social capital and networks to delay marriage, which adversely impacts on their health and life outcomes. Structural and social inequalities create a complex web of challenging factors, which future programmes and policies need to recognize. This requires not only addressing the underlying causes of child marriage, and initiating programs beyond the health sector, but more critical is sustaining longer term support for both child and delayed married adolescent girls living in urban slums.

নগর বস্তিতে বসবাসকারী কিশোরীদের জীবন খুব জটিল। আমাদের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বহুমুখী বাঁধা এবং চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও এই কিশোরীরা নতুন প্রত্যাশা ও সুযোগ সুবিধা, একইসাথে নতুন ও পরিবর্তিত সামাজিক প্রথাসমূহকে গ্রহণ করছে। এদের বেশিরভাগই নগর পরিসরে বিদ্যমান লিঙ্গীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা এবং চাপের সাথে লড়াই করে যাচ্ছে। কিশোরীরা তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করছে এবং তাদের পছন্দ গুলো নির্ধারণ করতে পারছে। তাদের এই পছন্দগুলো মাঝে মাঝে বাস্তবতামুখী হয়, আবার তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজন অনুযায়ীও হয়। অনেকেই এইধরণের সংকটের মুখোমুখি হয়, তাদের মাঝে কেউ কেউ আবার তারা যা চায় তা অর্জনের জন্য তাদের প্রেমিক, স্বামী এমনকি বাবা মায়ের কাছে নিজের মতামত প্রকাশ করে এবং নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজও করে। নিজের পছন্দের কাউকে বিয়ে করা বা কখনোই বিয়ে না করা, বিয়ের পরেও পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া, চাকরি করা - এইসকল বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প বেশ কিছু কিশোরীদের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে যারা তাদের এই লক্ষ্য পূরণের পথে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়া এবং সাময়িক বাধা-বিপত্তিগুলো অতিক্রম করেছে।

অনেকেই যদিও আশা এবং ইতিবাচকতা প্রকাশ করেছে, তারপরও দারিদ্র্য, অপরাধ, সুযোগের অভাব, আর্থিক, সামাজিক এবং প্রেমের সম্পর্কগুলোর মত ফ্যাক্টরগুলোই মূলত বস্তিতে বসবাসরত মেয়েদের অল্পবয়সে বিয়ে হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কেউ যদিও নিজ ইচ্ছায় দেরীতে বিয়ে করতে পারছে, অন্যরা তেমনি পারিবারিক অবস্থা, আর্থিক প্রেসার, এবং তাদের নিজেদের এবং পরিবারের আর্থিক সহায়তা করার জন্য দেরীতে বিয়ে করতে বাধ্য হচ্ছে। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে এইসকল কিশোরী যারা কাজ এবং পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়ার জন্য দেরীতে বিয়ে করছে, তাদের পরিণতি কি হয়। এই সুযোগগুলো সময়ের সাথে সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয়? তারা নিজস্ব আয় উপার্জন, সঞ্চয়, এবং দক্ষতা নিয়ে আরও বেশি তাদের নিজেদের স্বাস্থ্য ও জীবন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলো নিতে সক্ষম হবে যা তাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে আশা করা যায়।

বস্তিতে বেশিরভাগ কিশোরীরাই খুব দরিদ্র পরিবার হতে আসে এবং তাদের প্রায়শই কোন সামাজিক ক্যাপিটাল এবং নেটওয়ার্ক থাকে না যার দরুণ তারা দেরীতে বিয়ে করতে পারে না। এটাই তাদের স্বাস্থ্য এবং জীবনের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে। কাঠামোগত এবং সামাজিক অসমতাগুলো বিভিন্ন বন্ধুর এবং চ্যালেঞ্জিং ফ্যাক্টরগুলো তৈরি করে। বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং পলিসির মূলত এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা উচিত। কেবল বাল্যবিবাহের অন্তর্নিহিত কারণগুলো তুলে ধরলেই হবে না, বরং স্বাস্থ্যখাতের বাইরে গিয়েও বিভিন্ন প্রোগ্রামের পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে বস্তিতে বসবাসরত অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে গেছে এমন এবং দেরীতে বিয়ে করছে অথবা অবিবাহিত থাকছে এমন - সকল প্রকার কিশোরীদের দীর্ঘমেয়াদে সহায়তা অব্যাহত রাখা।

সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ
আদেশক্রমে: কর্তৃপক্ষ
সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ
আদেশক্রমে: কর্তৃপক্ষ